

কংগ্রেসকে নিশানা মোদির ‘আগে বিমানবন্দরের নাম রাখা হত একটি পরিবারের নামে’



ভোগপুরম, ১ আগস্ট : অন্ধ্রপ্রদেশের ভোগপুরমে আল্লুরি সীতারাম রাডু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করে ফের কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নামকরণে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের প্রভাব ছিল।

দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের গুরুত্ব দিয়ে বলেও দাবি করেন তিনি। ভোগপুরমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগে দেশের বিমানবন্দরগুলির নামকরণ করা হত একটি পরিবারের নামে। আমরা সেই সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এনেছি। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমাজে অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানাতে তাঁদের নামে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নামকরণ করছে। উদাহরণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের বিমানবন্দরের নামের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অযোধ্যার বিমানবন্দরের নামকরণ করা হয়েছে মহর্ষি বাম্পীকির নামে এবং পাঞ্জাবের একটি বিমানবন্দরের নাম দেওয়া হয়েছে সন্ত রবিদাসের নামে। একইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন বিমানবন্দরটির নাম রাখা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী আল্লুরি সীতারাম রাডুর নামে। আল্লুরি সীতারাম রাডু ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর নামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামকরণ করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সম্মান জানানো হয়েছে বলে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বক্তব্যে দেশের বিমান পরিষেবার প্রসার নিয়েও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে দেশে চালু বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭৪টি। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে ১৬৬টিতে পৌঁছেছে। তাঁর মতে, গত এক দশকে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে এবং এর ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ দ্রুত যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিমান পরিষেবার উন্নতি শুধু বড় শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ছোট শহর ও প্রান্তর এলাকার মানুষকেও বিমান যোগাযোগের আওতায় আনার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে পশ্চিম, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ভোগপুরমের এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বেসরকারি সংস্থা জিএমআর গ্রুপ এই প্রকল্পটি তৈরি করেছে। বিমানবন্দরটির প্রাথমিক যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ। ভবিষ্যতে তা বাড়িয়ে প্রায় ৪ কোটি যাত্রী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এই বিমানবন্দরের বানওয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ হাজার ৮০০ মিটার। ফলে বোয়িং এবং ড্রিমলাইনারের মতো বড় আকারের ওয়াইট-৭ডি বিমানও এখানে ওঠানামা করতে পারবে। অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এই বিমানবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এরপর ৬-৭ পাতায়

দুর্নীতি-তোলাবাজি নিয়ে কড়া বার্তা দুর্গাপুরের বিধায়ক চন্দ্রশেখরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১ আগস্ট : দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং শ্রমিকদের উপর কোনও ধরনের শোষণ বরাদ্দ করা হবে না-দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে এমনই কড়া বার্তা দিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বিরোধীদের নয়, নিজের দলের কর্মীদের ক্ষেত্রেও আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি রাজ্যে চালু হওয়া গুস্তাদমন আইন প্রসঙ্গ তুলে বিধায়ক বলেন, কেউ যদি বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত হন, তাহলে দলীয় পরিচয় তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। শনিবার সকালে দুর্গাপুরে বেসরকারি কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে আয়োজিত ওই সভায় তিনি শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ, শ্রমিক স্বার্থ এবং দলীয় কর্মীদের আচরণ নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। বিধায়ক বলেন, শ্রমিকদের উপর কোনও ধরনের অন্যায় বা শোষণ মেনে নেওয়া হবে না। একইসঙ্গে কারখানার সামনে জোর করে আড়ে দালন, অশান্তি বা শিল্পের পরিবেশ নষ্ট করার মতো কোনও কর্মকাণ্ড বরাদ্দ করা হবে না বলেও সতর্ক করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, শিল্পের বিকাশের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বিজেপি কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। যদিও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার জানিয়েছে, দুর্নীতি বা অনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না। সেই আবেহেই চন্দ্রশেখরের এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিধায়ক স্পষ্ট ভাষায় জানান, গুস্তাদমন আইন কোনও নির্দিষ্ট দলের জন্য নয়। আইন ভাঙলে বিজেপি কর্মীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর এই মন্তব্যকে দলের অত্যন্তের শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা হিসেবেই দেখছেন অনেকে।শিল্পাঞ্চলের উদ্দেশ্যেও বার্তা দিয়েছেন চন্দ্রশেখর।

‘তোলাবাজি পুরোপুরি বন্ধ হয়নি’,কড়া বার্তা শমীকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১ আগস্ট : রাজনৈতিক মঞ্চে আত্মসমালোচনার সুর খুব একটা শোনা যায় না। কিন্তু শনিবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সংগঠনের ভেতরে ‘ থাকার কথাও স্বীকার করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে তোলাবাজি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সংগঠনের দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে একাধিক মন্তব্য। সেই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনা। শনিবার কলকাতার রাজারঘাটে আইআইটি খাগপুর রিসার্চ পার্কে আয়োজিত ‘ সমাগম’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। উদ্যোক্তা, শিল্প, শিক্ষা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে আত্মসমালোচনার বার্তাও দেন। তাঁর বক্তব্যের অন্যতম আলোচিত অংশ ছিল তোলাবাজি প্রসঙ্গ। শমীক বলেন, পুরোপুরি তোলাবাজি আটকাতে পারিনি। একইসঙ্গে তিনি

স্বীকার করেন, সংগঠনের মধ্যেও কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। তাঁর কথায়, বিচ্যুতি আছে। আমাদের মধ্যে যাদের সুপ্ত বাসনা ছিল, তারা এখন সক্রিয়। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, সংগঠনের ভেতরে কিছু আচরণ বা প্রবণতা নিয়ে নেতৃত্ব উদ্ভিগ্ন। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও কড়া বার্তা দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না হলে দীর্ঘমেয়াদে কোনও উন্নয়নই স্থায়ী হবে না। তাঁর মতে, সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই রাজনীতির প্রভাব এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি। তিনি বলেন, রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা রাজনৈতিক সমাজের বাসিগদা হয়ে গিয়েছি। প্রত্যেকটা পদক্ষেপে রাজনীতির অনুপ্রবেশ। এর বাইরে ব্যক্ষণ না পশ্চিমবঙ্গ বেরোতে পারছে, কোনও সরকার পরিবর্তন আনতে পারবে না, বিনিয়োগও আনতে পারবে না। শমীকের এই মন্তব্যের অনেকেই শুধুমাত্র বিরোধীদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আক্রমণ হিসেবে নয়,

বরং দলীয় কর্মীদের প্রতিও এক ধরনের সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে তিনি যখন সংগঠনের



ভেতরে ‘ কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন, তখন তা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়েও কথা বলেন বিজেপি নেতা। তাঁর বক্তব্য, উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়নের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সুশাসনভিত্তিক পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্যোক্তাদের আস্থা অর্জন করতে

হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিবেশও ইতিবাচক হওয়া জরুরি বলেও তিনি মত

প্রকাশ করেন। এদিকে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে যে, পূজোর আগেই বিজেপির রাজ্য সংগঠনে বড় ধরনের রদবদল হতে পারে। দলীয় সূত্রে এমন জল্পনা রয়েছে যে, একাধিক সাংগঠনিক পদে পরিবর্তন আনা হতে পারে এবং বিভিন্ন জেলায় নতুন নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সংগঠনকে আরও কার্যকর ও

সক্রিয় করার লক্ষ্যেই এই রদবদলের পরিকল্পনা বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা। দলীয় অংদের নিচুতলার কিছু নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ জমা পড়েছে বলেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। যদিও এই বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অভিযোগের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নেওয়ার বার্তা নেতৃত্ব আগেই দিয়েছে। এই আবেহেই শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যকে অনেকেই আগাম সতর্কবার্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সংগঠনের ভেতরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিতর্ক এড়ানো এবং জনমানসে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই তিনি প্রকাশ্যে আত্মসমালোচনার সুরে কথা বলেছেন। তবে শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের বিষয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে তাম্ফণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য থিরে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও জোরদার হয় কি না, এবং সম্ভাব্য সাংগঠনিক রদবদলে তার কোনও

প্রতিকলন দেখা যায় কি না, এখন সেদিকেই নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলেরাধার। দলীয় অংদের স্পষ্ট, সংগঠনকে আরও স্বচ্ছ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার বার্তা দিতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব। ‘ বা কোনও ধরনের আনৈতিক কার্যকলাপ যে দলের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর, তা মেনে নিয়েই কর্মীদের সতর্ক করেছেন তিনি। একইসঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং জনমানসে আস্থা তৈরির ওপর জোর দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতিআগামী দিনে সংগঠনের রদবদল ও নতুন নেতৃত্বের দায়িত্ব বণ্টনের মধ্য দিয়ে বিজেপি এই বার্তাকে কতটা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। কারণ শুধু আত্মসমালোচনা নয়, মাষ্টরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াই হবে দলের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। শমীকের এই মন্তব্য তাই শুধু সতর্কবার্তা নয়, বরং আগামী দিনের রাজনৈতিক কৌশলেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

সরকারি স্কুলে ইসকনের মিড-ডে মিল মেগা কিচেনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদের জন্য শনিবার থেকে ইসকনের মাধ্যমে মিড-ডে মিল সরবরাহ শুরু হলো। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইসকনের পাইলট প্রকল্পের অধীনে তৈরি একটি অত্যাধুনিক মেগা কিচেনের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের আগে মুখ্যমন্ত্রী ইসকন প্রাপ্তনে আয়োজিত বিশেষ যজ্ঞে অংশ নেন। এরপর তিনি মেগা কিচেনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং নিজে হাতে মিড-ডে মিল প্রস্তুতির কাজেও হাত লাগান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল এবং স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তাঁরা দুজনই রান্নাঘরের পুরো পরিকাঠামো ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতীকী হিসেবে পাঁচটি সরকারি স্কুলের ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। মেগা কিচেনে চালুর পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলে খাবার দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একাধিক বৈদ্যুতিক গ্যাস্কেও (ইলেকট্রিক ডেহিকল) সবুজ পতাকা দেখিয়ে রওনা করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ইসকনের ‘ ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে এই মিড-ডে মিল সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এমন একটি পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল সংস্থা যুক্ত হওয়ায় তিনি ইসকনের সমস্ত আধিকারিক, প্রচারক ও সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শিক্ষার্থীদের স্কুলের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এবং তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা মাথায় রেখে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অল্ল বিহারী বাজপেয়ী প্রথম মিড-ডে মিল প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ উদ্যোগে আজ বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় জনকল্যাণমূলক সামাজিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের কাছে আরও পুষ্টিকর ও সুস্থ আহার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

লোকমান্য তিলক পুরস্কারে সম্মানিত অজিত ডোভাল

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট : দেশের জাতীয় নিরাপত্তায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত ডোভালকে এ বছরের মর্যাদাপূর্ণ লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হল। শনিবার পুনেতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডোভালের দীর্ঘ কর্মজীবন, কৌশলগত দক্ষতা এবং দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার তৃপ্তি প্রশংসা করেন শাহ।অমিত শাহ বলেন, দেশের নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা কাঠামোকে আধুনিক ও আরও কার্যকর করে তুলতে অজিত ডোভালের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, দেশের জন্য ডোভালজির অবদান ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে স্মরণ করবে। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। নিজের বক্তব্যে শাহ অতীতের একটি ঘটনারও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ধারাবাহিক বিশেষজ্ঞদের তদন্তে অজিত ডোভাল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সূত্র দিয়েছিলেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই তদন্তে

এরপর ৬-৭ পাতায়

কলকাতা ও শহরতলিতে ফের চালু হচ্ছে রাত্রিকালীন বাস পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১ আগস্ট : কলকাতা ও শহরতলির যাত্রীদের জন্য ফের চালু হতে চলেছে রাত্রিকালীন বাস পরিষেবা। শনিবার পরিবহনমন্ত্রী অরুণ জৈন জানিয়েছেন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলিতে আপাতত এই বাস পরিষেবা চালু করা হবে। রাতের সময়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এটি সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।একসময় তৎকালীন পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতা ও শহরতলিতে রাত্রিকালীন বাস পরিষেবা চালু হয়েছিল। তবে কিছুদিন চালুর পর সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর ফের এই পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পরিবহনমন্ত্রী জানান, রাতের সময়ে কর্মসূত্রে বা অন্যান্য প্রয়োজনে যাদের যাতায়াত করতে হয়, তাঁদের কথা বিবেচনা করেই এই পরিষেবা চালু করা হবে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে বাস পরিষেবার মাধ্যমে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কোন কোন রুটে এবং কতগুলি বাস চলবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত সূচি পরে জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকার বেহাল রাস্তা নিয়েও মুখ তুলেছেন পরিবহনমন্ত্রী। তাঁর দাবি, যেসব রাস্তার অবস্থা খারাপ, সেগুলি দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাস্তার সমস্যার দ্রুত সমাধান করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।নতুন করে রাত্রিকালীন বাস পরিষেবা চালু হলে রাতের যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তসলিমা নাসরিনকে নাগরিক সংবর্ধনা, নিরাপত্তা ও বাকস্বাধীনতা নিয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১ আগস্ট : প্রায় দুই দশক পর কলকাতার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উপস্থিত হলেন বিশিষ্ট লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শনিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসম্মানে তাঁকে ঘিরে ছিল উৎসবের আবহ। নেকুলার মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারীও। মঞ্চ থেকে লেখিকাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতা প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আগত প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে গণতান্ত্রিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবর্ধনের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রসঙ্গ। তিনি দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। শনিবার বিকেল থেকেই রবীন্দ্রসম্মান চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। তসলিমা নাসরিনের আগমনকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক মহল ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উসাহ। দীর্ঘদিন পরেই তসলিমা নাসরিনকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সম্মানসূচক স্মারক হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রতিকৃতি। পাশাপাশি তাঁর

এরপর ৬-৭ পাতায়

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্থী জ্ঞাপন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ আগস্টঃ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রখর জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ এবং ‘স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার’ শীর্ষক অমর বার্তার প্রবক্তা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রয়াণ দিবসে শনিবার শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন যে, লোকমান্য তিলক প্রতিটি মানুষের মনে ‘পূর্ণ স্বরাজ’-এর মন্ত্র জাগ্রত করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তার অনন্য প্রয়াস উভিষ্য প্রজন্মকে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য পূর্ণ সামর্থ্যের সঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা লোকমান্য তিলককে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করে তাকে প্রণাম জানান। তিনি বলেন, তিলকের নির্ভীক ব্যক্তিত্ব, জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতা এবং গণজাগরণের প্রচেষ্টা কোটি কোটি ভারতীয়কে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। স্বদেশী আন্দোলন, শিক্ষার প্রসার এবং জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করতে তাঁর ভূমিকা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর তিলকের বিখ্যাত বাণী স্মরণে এনে বলেন, তিনি নিজ রাষ্ট্র, স্বভাষা এবং স্বসংস্কৃতির সম্মানের জন্য নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আইন ও বিচার বিভাগের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীনতা দিবসপ্রাপ্ত) অরুণ রাম মেঘওয়াল বলেন, তিলকের সংগ্রাম ও দেশেবন্দি তরুণ প্রজন্মকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুণ্ডা লোকমান্য তিলককে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি গণেশ উৎসব এবং ছদ্মপট শিবাজী মহারাজ জয়ন্তীকে জাতীয় চেতনা ও সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে রূপ দিয়েছিলেন।অন্যদিকে, অম আদমি পার্টির (আপ) জাতীয় আন্দোলক তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও লোকমান্য তিলককে ‘স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক অভিহিত করে শ্রদ্ধার্থী নিবেদন করেন।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা কংগ্রেসের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ আগস্ট : নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ অভিযোগ করছেন, এই ঘটনায় দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে ভুক্তভোগী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।শনিবার এঞ্জ-এ করা পোস্টে জয়রাম রমেশ দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই তার রাজনৈতিক বিরোধী এবং দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর মন্তব্য করেন এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে তাঁদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেন।কংগ্রেস নেতার দাবি, ন্যাশনাল টেলিভিং এজেন্সি (এনটিএ)-র অধীনে হওয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস, ছাত্রদের আন্দোলনের সময় পুলিশের পদক্ষেপ, রামমন্দির ট্রাস্ট-সংক্রান্ত বিতর্ক এবং নোটবন্দির মতো বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীরকে দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকানন (প্রাঃ) লিমনটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভ্রান্তনরসরকারে স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নেপাল-ভারত সীমান্তে কারিগরি আলোচনা, লখনউয়ে বসছে সার্ভে কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

কাঠমান্ডু(সংবাদ সংস্থা), ১ আগস্ট :নেপাল ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত কারিগরি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী ১২ থেকে ১৪ আগস্ট লখনউয়ে ‘সার্ভে অফিসিয়ালস কমিটি’ (এসওসি)-র ১৬তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সীমান্ত কার্যকারী গোষ্ঠী –র সপ্তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট এই বৈঠকে অনুমোদন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।সুতা এবং কালাপানি ছাড়া ভারত-নেপাল সীমান্তের অন্যান্য কারিগরি বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে ‘দুই দেশের শীর্ষ দ্বিপাক্ষিক সংস্থা’ এই বৈঠকের প্রশাসনিক এজিন্সারের মধ্যে সুতা ও কালাপানি বিতর্ক অন্তর্ভুক্ত নয়। বৈঠকে নেপালি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব পদেনে নাপি (জরিপ) বিভাগের উপ-মহাপরিচালক সশীল ডঙ্গোল।গত বছরের ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত বিডব্লিউ-জি-র সপ্তম বৈঠকে দুই



দেশ আগামী তিন বছরের মধ্যে নতুন সীমানা স্তম্ভ নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত স্তম্ভ যৌথভাবে মেরামত এবং অন্যান্য কারিগরি কাজ শেষ করতে সম্মত হয়েছিল। এ ছাড়া ‘দশগজা (নো-ম্যান্স ল্যান্ড) অঞ্চলে হওয়া দখলদারির তালিকা তৈরি এবং

সীমান্তে দুই দেশের নাগরিকদের স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত তিন বছর মেয়াদের দুই বছর ইতিমধ্যে কেটে গেছে, ফলে বাকি এক বছরের জন্য নতুন কর্ম পরিকল্পনা চূ ড়ান্ত করা

হবে।২০২০ সালে নেপাল নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশের পর নেপাল-ভারত সীমান্ত বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও কারিগরি স্তরে সীমান্ত সংক্রান্ত কাজ তার আগে থেকেই চালু ছিল। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেপাল সফরের সময় বিডব্লিউজি গঠনের বিষয়ে সম্মতি হয়। দশগজা অঞ্চল দখলমুক্ত করা, সীমান্ত স্তম্ভ নির্মাণ ও মেরামত এবং সীমান্ত সম্পত্তির তথ্য হালনাগাদ করার মতো বিষয়গুলি এর এক্তিয়ারভুক্ত।নেপালের জরিপ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ভারত-নেপাল সীমান্তে বর্তমানে ৮,৫৫৪টি সীমান্ত স্তম্ভ রয়েছে। এর মধ্যে ১,৩২৫টি স্তম্ভের কোনো খোঁজ নেই এবং ১,৯৫৬টি স্তম্ভ আংশিক বা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। এবারের বৈঠকে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বেস স্টেশন আপগ্রেডেশনের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হবে।

রাজ্যের সরকারি স্কুলে ইসকনের মিড-ডে মিল, মেগা কিচেনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদের জন্য শনিবার থেকে ইসকনের মাধ্যমে মিড-ডে মিল সরবরাহ শুরু হলো। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইসকনের পাইলট প্রকল্পের অধীনে তৈরি একটি আত্মপুর্নিক মেগা কিচেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের আগে মুখ্যমন্ত্রী ইকন প্রাক্ষণে আয়োজিত বিশেষ যজ্ঞে অংশ নেন। এরপর তিনি মেগা কিচেনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং নিজে হাতে মিড-ডে মিল প্রস্তুতির কাজেও হাত লাগান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল এবং স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তারা দুজনেই রান্নাঘরের পুরো পরিকাঠামো ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতীকী হিসেবে পাটটি সরকারি স্কুলের ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। মেগা কিচেন চালুর পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলে খাবার দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একাধিক

বৈদ্যুতিক গাড়িকেও (ইলেকট্রিক ভেহিকল) সবুজ পতাকা দেখিয়ে রওনা করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ইসকনের ‘অন্নামৃত ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে এই মিড-ডে মিল সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এমন একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্বচ্ছল সংস্থা যুক্ত হওয়ায় তিনি ইসকনের সমস্ত আধিকারিক, প্রচারক ও সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শিক্ষার্থীদের স্কুলের প্রতি অগ্রহী করে তুলতে এবং তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা মাথায় রেখে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষ অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রথম মিড-ডে মিল প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। মুখামন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ উদ্যোগে আজ বহু ক্ষেত্রেসেবী প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় জনকল্যাণমূলক সামাজিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের কাছে আরও পুষ্টির ও সুষম আহার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

কুলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত বেড়ে ২, নিহতদের পরিবারকে ১৬ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা

শ্রীনগর, ১ আগস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার কোল গ্রামে জঙ্গি হামলায় আহত আর এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে এই হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই। শনিবার শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এসকেআইএমএস)-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় কুলগামের কোল গ্রামে দুই পরিযায়ী শ্রমিককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। ঘটনায়

এক শ্রমিকের মৃত্যু শুক্রবারই অন্ত্যনাগ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হয়। অপর আহত শ্রমিককে এসকেআইএমএস-এ স্থানান্তর করা হলেও শনিবার তাঁরও মৃত্যু হয়।নিহতদের পরিবার দীপক বেড়ে (২৪) ও বেপিন্দ্র দর (২৮) হিসেবে জানা গিয়েছে। দু’জনেই ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা এবং কাশ্মীরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। হামলার পর নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তও শুরু

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের সৌজন্য সাক্ষাৎ বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ আগস্টঃ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এই শিষ্টাচারমূলক বৈঠকে দুই নেতার মধ্যে ছত্তিশগড়ের সার্বিক উন্নয়ন, সুশাসন, দলীয় সাংগঠনিক সমন্বয় এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সাই জানান, রাজ্যজুড়ে চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে এগিয়ে চলা বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তিনি পার্টি সভাপতির সামনে তুলে ধরেনে। উল্লেখ্য, দুই দিনের দিল্লি সফরের অংশ হিসেবে শুক্রবার তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করেছিলেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ও উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গেও পৃথকভাবে বৈঠক করেন।

১ আগস্ট থেকে সস্তা হলো বাণিজ্যিক সিলিন্ডার, দিল্লিতে ২০২ টাকা ও কলকাতায় ২০৯ টাকা কমল দাম

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট : মাসের শুরুতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিলল বড়সড় স্বস্তির খবর। বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দামে বিরাট কটিছাঁট করল কেন্দ্র। শনিবার, ১ আগস্ট থেকেই নতুন এই হ্রাসকৃত দর সারা দেশে কার্যকর হচ্ছে। দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরগুলির তুলনায় কলকাতায় বাণিজ্যিক এলপিজির দাম কমেছে সবচেয়ে বেশি।নতুন দর অনুযায়ী, কলকাতায় ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম এক ধাক্কায় ২০৯ টাকা কমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২,৮৭২.৫০ টাকা। অন্যদিকে, রাজধানী দিল্লিতে সিলিন্ডার প্রতি দাম কমেছে ২০২ টাকা। তবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত গ্যাসের দামে বড় স্বস্তি মিলেও, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ১৪.২ কেজির গৃহস্থালির এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।বিশেষজ্ঞদের মতে,



বাণিজ্যিক গ্যাসের এই মূল্যহ্রাসের ফলে রেস্টোরাঁ, হোটেল, ক্যাটারিং পরিষেবা এবং রাস্তার ধারের খাবারের পোকানগুলির মতো এলপিজি-নির্ভর ব্যবসাগুলির পরিচালন খরচ অনেকটাই কমবে। এই ইতিবাচক পরিবর্তন ফেরা ব্যবসা ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি ফেরার পাশাপাশি মেঘ পর্যন্ত এর সুফল সাধারণ উপভোক্তাদের পকেটেও পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবসের বিশেষ বার্তা ও মূলমন্ত্র

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃপ্রতি বছর গত ৩০ শে জুলাই পালিত হয় বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস। ২০১৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটিকে স্বীকৃতি দেয়। এই দিনের মূল উদ্দেশ্য হল মানব পাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং পাচারের শিকার হওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানামানব পাচার হল মানুষকে জোর করে, প্রতারণা করে বা প্রলোভন দেখিয়ে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা। কাজ, বিয়ে, ভালো জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে দালালরা সহজ-সরল মানুষদের ফাঁদে ফেলে। পাচারের পর তাদের দিয়ে জোর করে শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তি, যৌন বাবসা, অঙ্গ পাচার করানো হয়। নারী ও শিশুরা এর প্রধান শিকার।দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে দালালরা ভালো চাকরির লোভ দেখায়।মেয়েদের দুর্বল ভেবে তাদের টার্গেট করা হয়।পাচারের শিকার মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। নারীরা সম্মান হারায়। পরিবার ভেঙে যায়। সমাজে অপরাধ বাড়ে।পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা যেমন – বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রচুর নারী ও শিশু পাচার হয়। লোভনায় চাকরির নামে দিল্লি, মুম্বাই বা বিদেশে নিয়ে গিয়ে তাদের শোষণ করা হয়।মানব পাচার প্রতিরোধে –স্কুল, পঞ্চয়েত, ক্লাবের মাধ্যমে মানুষকে জানাতে হবে খুব সহজে ভালো চাকরি এর ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। পাচারে শিকার হওয়ার পরন্তু যারা ফিরে এসেছে তাদের শিক্ষা, চাকরি ও মানসিক সাহায্য দিতে হবে। পুলিশ, চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮, নারী ও শিশু পাচার বিরোধী ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।আমাদের সন্দেহজনক কিছু দেখলে পুলিশকে জানানো। কোনো শিশুকে কাজে লাগানো দেখলে চুপ না থাকা। মানব পাচার শুধু একটি অপরাধ নয়, এটি মানবতার উপর আক্রমণ। বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় – প্রতিটি মানুষ স্বাধীন ও সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার রাখে। আসুন আমরা সবাই মিলে শপথ নিই, আমরা চারপাশে আর কোনো মানুষ পাচার হবে না। সচেতনতাই পারে এই অন্ধকার দূর করে আলো আনতে।মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য – এই বার্তাই হোক মানব পাচার বিরোধী দিবসের মূলমন্ত্র।

কৃষক উৎপাদক সংগঠন ও নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে যোগ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১ আগস্ট : পুরস্কার বিধায়ক বিমান ঘোষ কৃষক উৎপাদক সংগঠন উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কৃষির উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কৃষক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শনিবারের এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিমান ঘোষের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন থানাকুল-১ ব্লকের রিডিও এবং রামমোহন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা। অনুষ্ঠানে কৃষকদের সংগঠিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নারী স্বনির্ভরতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, কৃষক উৎপাদক সংগঠন কৃষকদের আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একই সঙ্গে নারীদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগকে সফলভাবে বাস্তবায়নে ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠিতে উপস্থিত অতিথিরা জানান, কৃষির উন্নয়ন এবং নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ্রেফতার তৃণমূল শিক্ষক সেলের নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১ আগস্ট : গোষ্ঠাচ-১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষক স্লের নেতা তথা প্রাথমিক শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে গ্রেফতার করল গোষ্ঠাট থানার পুলিশ। শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তেলারাজি, ভোট পরবর্তী হিংসা, মারধর-সহ একাধিক অভিযোগে ইন্দ্রজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার ভিত্তিতেই তদন্ত চালিয়ে, শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে এদিন আরামবাগ মহকুমা আদালতে পৌঁছে করে পুলিশ। দস্তগির স্বার্থে তাঁকে হেজাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

রাশিফল

মেসঃপ্রেমের সম্পর্ক প্রস্ফুটিত হতে পারে। আশার সুন্দর, আকর্ষণীয়, কম্বীয় ব্যবহার আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে আকর্ষণ করবে এবং আপনি আজ রাতে সবথেকে বেশি আকাঙ্খিত হয়ে উঠবেন। শুভদিন বুধঃ যদিও আপনি আপনার প্রেমাম্পদকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন না, তবুও আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন যে আপনি তাকে কোনরকম কষ্ট দিত চান না।

মিথুনঃ আজ আপনি আপনার প্রেমিকের মানসিক সমর্থন পাবেন। আপনার প্রিয় মানুষের সাহায্যে প্রেম জীবন ঘটনাবহুল হয়ে উঠতে পারে। সৃজনশীল ও রোমাণ্টিক কার্যকলাপ আপনার মেজাজ প্রফুল্ল করে তুলতে পারে। সুখকে বরণ করে নিন, তাহলেই আপনার কাছে আরো বেশি অর্থ আসবে। অর্থ ব্যয় কর্কটঃআপনি প্রিয়তমের প্রতি আপনার আবেগের কথা উজাড় করে দেবেন, ফলে প্রেমসে জীবনে ঝামেলাই থাকবে না। প্রেম আসবে সিংহঃ আজকের দিনে আপনার প্রিয়তমের থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্ব পাবেন। আনন্দদায়ক মুহূর্ত আপনারের আরো কাছাকাছি এগিয়ে আসবে। বিবাহের যোগ হতে পারে কন্যাঃআপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আজ আপনার খুব একটা আগ্রহ থাকবে না এবং আপনার মনে হবে যে সম্পর্কটা ধীরে ধীরে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে ইচ্ছুক হবেন। শুভদিন। তুলাঃআজ আপনার অভিরহদয় বন্ধুকে আপনি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইবেন।আপনার আজকে খুব রোমাণ্টিক মনে হবে নিজেকে এবং চাইবেন দুজনে একটি মনোরম মধুময় সময় কাটাতে। অর্থের ব্যয়। বৃশ্চিকঃ গৃহকর্মের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনাকেও আদও মনোযোগি হতে হবে। খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার জোর খগড়া বেধে যাবে। সংসারে শান্তি হবে।

ধনুঃআপনার প্রণয়ীর সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে একটি রোমাণ্টিক কথোপকথন বা কিছু মিষ্টি মেসেজের আদান-প্রদান আপনাকে আনন্দের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে। শুভ দিনে, মকরঃআপনার পেশাগত জীবনে, আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্ব। প্রেমজ্ব ফেড়ে একটি সুমুময় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পান না এবং দীর্ঘমেয়াদী কাজগুলিকে সুনিশ্চিত করেন।

কুর্ভঃআপনি আপনার স্ত্রীকে কোন

উ পহার দিয় চমকে দিতে

পারেন।আপনার পরিবারের

সদস্যদের সঙ্গে আপনার আজকের

সন্ধ্যোটা হাসি-ঠাট্টায় ভরে উঠবে।

মীনঃআপনি যদি সিঙ্গেল হোন, তাহলে বিশেষ কারোর সঙ্গে আপনাকে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকার নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করতে পারে তবে সবকিছু ঠিক করে ফেলবে। আপনার কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু পিছিয়ে থাকবেন।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাংশে দফায় দফায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবারও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপাতত কলকাতায় ভাী বৃষ্টির কোনো পূর্বাভাস নেই। শহরের আকাশে কখনও বৈদ্যু আবার কখনও মেঘলা পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। বাতাসে জ্বলীয় বাতাসের পরিমাণ বেশি থাকা এবং চাপ রোধের কারণে শরৎবর্ষের ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বিষ্কপ্ত বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়।দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে শনিবার ভারী বৃষ্টির তেমন কোনো পূর্বাভাস না থাকলেও বিভিন্ন জেলায় বিষ্কপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহের ৮ আগস্ট নাগাবাং বৈষ্ণোপসাগরে একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। এই নিম্নচাপটি ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলে আগামী ১০ আগস্ট থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড় বৃষ্টির দাপট অনেকটাই বাড়তে পারে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হবে ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪

শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮০শতকরা

আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা
জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৫মিনিটে।
ভাট-বেলা ০২টা ৪১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৩ মিনিট।
সূর্যোদয় সকাল ৫টা ০৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

বেআইনি অস্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বড় সাফল্য, ৫টি রিভলভার ও ৬টি কার্তুজ উদ্ধার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিজপুর থানা এলাকায় বেআইনি অস্ত্র সংক্রান্ত মালমার তাস্তে নোম বড় সাফল্য অর্জন করল পুলিশ। আগে থেফতার হওয়া এক আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৫টি একল্লা দেশি রিভলভার এবং ৬ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে। পুলিশ সুভা জনা গেছে, গত ২২ জুলাই বিজপুর থানায় অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারায় নথিভুক্ত একটি মামলার অজয় কুমার মালি (পিতা প্রয়াত রাম নিসিন মালি) নামের এক ব্যক্তিকে থেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে আরও কিছু বেআইনি অস্ত্র ও কার্তুজ লুকিয়ে রাখার কথা স্বীকার করে। আসামির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুক্লার গভীর রাতে হাতিশাশুর চৌমাথার কাছে একটি বিশেষ তালিষ অভিযান চালানো পুলিশ। সেই অভিযানেই উদ্ধার হয় এঁটি দেশি সিঙ্ডল ও ৬ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। অন্ত্রগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এর কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তা ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিজপুর থানার পুলিশ তদন্ত জারি রেখেছে।

পৌরশহরে রেডিমেড জামা কাপড়ের কারখানায় আঙুন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ শনিবার ভোরের ভয়াবহ আঙনে পড়ে ছাঁই হয়ে গেল রেডিমেড জামা কাপড়ের কারখানায় জয়নগর পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা হওয়ায়পুলিশর ভোর সাড়ে তিনটা থেকে চারটা নাগাদ জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাড়ায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বিদ্য কৃষ্ণ দাসের বিল্ডিং এর ভাটগাট্টা থেকে হালদারের গণপতি এন্টারপ্রাইজের আঙন ভেগে যা়া রেলের স্টেশনের খুব কাছে হওয়ায় পথচলতি স্টেশন যাত্রী ও সাধারণ মানুষের নজরে আসে আঙনের লেলিহান শিখা এঁ বিল্ডিং এর দেতালার একটি ঘর থেকে বার হচ্ছে। তারা সাথে সাথে এলাকার মানুষকে বরদে মনে এর বিল্ডিং মালিক ও রেডিমেড কারখানার মালিক খোকন হালদারকে ও খবর দেয় আর তারা খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে এবং সাধারণ মানুষ পাশের পুকুর থেকে জল তুলে নেভানোয় ব্যবস্থা করে(জয়নগর মজিলপুর দমকল ও জয়নগর থানার পুলিশকে ও খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে চলে আসে দমকল ও পুলিশ আর দমকলের একটি ইঞ্জিনের দু ঘণ্টার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আঙন নেভানো সম্ভব হয়। তবে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আধপোড়া অবস্থা সামগ্রী পড়ে আছে। এই কারখানায় অগ্নিনির্বাপকের কোনো ব্যবস্থা নেই। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুতের শট শার্কিট থেকে এই আঙন লেগে থাকতে পারে। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর মজিলপুর দমকল ও জয়নগর থানার পুলিশ। তবে এব্যাপারে কারখানার মালিক খোকন হালদার বলেন, ঘটনা ঘটার সময়ে গোড়াউতনে কোনো শ্রমিক ছিলো না। আমি খবর পেয়ে গোড়াউনে এসে দেখি আঙন জ্বলছে। সামনে পুকুর প্রচুর পরিমাণে জমা কাপড়ের কাচা চাছিল। আমার গ্রায় এক কোট টাকার মাল নষ্ট হয়ে গেল। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা তার বিল্ডিং কেনে নেই সেই প্রশ্নে এই বিল্ডিং এর মালিক অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বিনয় কৃষ্ণ দাস বলেন, ওই কারখানার মালিক খোকন হালদার আমায় জানা। ওকে আমি ভাড়া দিয়েছিলাম। ওকে একাধিকবার অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম কিন্তু ও সে ব্যবস্থা করেনি যার ফলে এই ক্ষতি হয়ে গেল। তবুও আর ও বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। আমি আবার ওর সঙ্গে কথা বলব এই বিষয়টি নিয়ে।

কলকাতা থেকে কানপুর সেন্ট্রাল ও আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের জন্য বিশেষ ট্রেন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ যাত্রীদের অভিরূক্ত ভিড় সামাল দিতে, রেলওয়ে কলকাতা ও কানপুর সেন্ট্রাল এবং কলকাতা ও আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে দুটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৪১৫৭ কানপুর সেন্ট্রাল, কলকাতা পেশ্যাল ট্রেনাট ২১.০৭.২০২৬ থেকে ২১.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার (মোট ১৩টি ট্রিপ) কানপুর সেন্ট্রাল থেকে সকাল ০৮০০টায় ছাড়বে এবং পরদিন ভোর ০৪০৫ মিনিটে কলকাতায় পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৪১৫৮ কলকাতা , কানপুর সেন্ট্রাল পেশ্যাল ট্রেনাট ২২.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রতি বুধবার (মোট ১১টি ট্রিপ) কলকাতা থেকে সকাল ০৭২৫ মিনিটে ছাড়বে এবং পরদিন রাত ০১২৫ মিনিটে কানপুর সেন্ট্রালে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উত্তর দিকেই ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন (নৈহাটি, ব্যাভুল, বধমান, দুর্গাপুর ও আসানসোল স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, ট্রিয়ার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামার ব্যবস্থা থাকবে।

বর্ষার আগেই বড় সিদ্ধান্ত বনগাঁয় ! প্রাণঘাতী হতে পারে এমন ৫০০ গাছ কাটার উদ্যোগ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁ, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ বর্ষার মরশুমে ঝড়-বুষ্টির কারণে গাছ পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে বড় সিদ্ধান্ত নিল উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভা ও প্রশাসন। বনহর ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা প্রায় ৫০০টি গাছ চিহ্নিত করে সেগুলি কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বহু পুরনো গাছের শিকড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোথাও আবার গাছের ডাল শুকিয়ে গিয়েছে, কোথাও বছরের সময় হেলে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বর্ষাকালে প্রবল বাতাস এবং অতিবৃষ্টির সময় এই ধরনের গাছ ভেঙে পড়লে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই সন্নীক্ষা চালিয়ে বিপজ্জনক গাছগুলির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে, সরকারি জায়গা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকা এবং জনবহুল অঞ্চলে থাকা গাছগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোন গাছগুলি মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর ধাপে ধাপে সেই গাছগুলি সরানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, গাছ কাটা কোনওভাবেই পরিবেশ রক্ষার নীতির বিরোধী নয়। বরং মানুষের প্রাণহানি রূক্ষতাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ প্রতিবছর বর্ষাকালে বছরের সময় দুর্বল গাছ বা বড় ডাল ভেঙে পড়ে পথচারী, যানবাহন এবং বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে এই ধরনের দুর্ঘটনা অনেকটাই এড়াতে সম্ভব বলে মনে করছে প্রশাসন। তবে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে পরিবেশপ্রেমীদের একাংশের মধ্যে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, পুরনো বড় গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বিপজ্জনক গাছ কাটার পাশাপাশি নতুন করে গাছ লাগানোর পরিকল্পনাও প্রয়োজন। শুধুমাত্র

সেক্টর ফাইভে ফের আতঙ্ক ! বাসের ধাক্কায় গুরুতর জখম তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী, ব্যস্ত সময়ে যান চলাচলে চাঞ্চল্য

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সন্টলেক, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র সন্টলেকের সেক্টর ফাইভে ফের দুর্ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। অফিস যাওয়ার ব্যস্ত সময়ে একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। আহত ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবুও মনে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার সেক্টর ফাইভের যান নিয়ন্ত্রণ ও বেপরোয়া গাড়ি চালানো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে সন্টলেকের সেক্টর ফাইভে এলাকায়। কর্মব্যস্ত সময়ে রাস্তায় যানবাহনের চাপ ছিল যথেষ্ট। সেই সময় একটি বাসের সঙ্গে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার অভিযাতে তিনি রাস্তায় পড়ে যান এবং গুরুতর চোট পান। আশপাশের মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে আহত কর্মীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেক্টর ফাইভে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও তথ্যযুক্তি কেন্দ্র। হুতিদিন হাজার হাজার কর্মী এই এলাকায় যাতায়াত করেন। সকাল এবং সন্ধ্যার বাতাসে রাস্তায় যানবাহনের চাপ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর মধ্যেই বাস ও অ্যান্ডা গাড়ির দ্রুত গতিতে লাচাল অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর আগেও সেক্টর ফাইভ এলাকায় বাসের ধাক্কা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে এসেছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের অভিযোগ, সেক্টর ফাইভের রিভার্স লাইন অর্নেক সময় বাস চালাকের নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে গাড়ি চালান। দ্রুত যাত্রী তোলা, ওভারটেক করার প্রবণতা এবং ব্যস্ত রাস্তায় অসতর্কভাবে গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। তাঁদের দাবি, শুধু দুর্ঘটনার পর

যন্তুর মত্তরে নশকতার ছক! পুলিশের পোশাকে হামলার পরিকল্পনা ছিল হামিম মণ্ডলের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ সিল্লির যন্তর মত্তরে নগরগতিক অধিকার সংরক্ষণ একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল বেঙ্গল স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্ত হামিম মণ্ডল পুলিশের পোশাক ব্যবহার করে হামলার হুক করবেছিল। শনিবার সাংবাদিক ঠেঠকে বেঙ্গল স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স-এর আইজি গৌরব শর্মা এই মামলার তদন্ত সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, অভিযুক্তের পরিকল্পনা ছিল এমনভাবে হামলা চালানো যাতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে এবং ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়। স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স সূত্রে জানা গিয়েছে, হামিম মণ্ডলের বিরুদ্ধে সিল্লির যন্তর মত্তরে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচির সময় নশকতার পরিকল্পনা করার অভিযোগ উঠেছে। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তের গতিবিধি এবং যোগাযোগের সূত্র ধরে এই পরিকল্পনার বিষয়টি সামনে আসে। এরপরই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে বলে জানিয়েছে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। সাংবাদিক ঠেঠকে আইজি গৌরব শর্মা জানান, অভিযুক্ত হামিম মণ্ডল পুলিশের পোশাক জোগাড় করার পরিকল্পনা করেছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। পুলিশের পোশাক ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করা এবং সুযোগ বুঝে হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারী দল মনে করছেন, পুরো পরিকল্পনার পিছনে আরও কেউ যুক্ত ছিল কি না, সেটিও খুঁজে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তদন্তকারীদের দাবি, হামিমের গতিবিধি বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে রাখা হচ্ছিল। তার সঙ্গে কাব্য যোগাযোগ রাস্তা, কোন কোন জায়গায় যাতায়াত করত এবং কী ধরনের পরিকল্পনা করছিল, সেই সমত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তার ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য ও যোগাযোগের মাধ্যম পরীক্ষা করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে বেশ কিছু বিষয় এখনই প্রকাশ করতে চাইছে না স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। এই ঘটনায় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদস্থল যন্তর মত্তরে বিভিন্ন

মেডিক্যাল পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ রবিবার ভোর থেকেই ছুটবে কলকাতা মেট্রো,পরীক্ষার্থী

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ রাজ্যের হাজার হাজার মেডিক্যাল পরীক্ষার্থীর সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। আগামী রবিবার অনুষ্ঠিত হতে চলা কলকাতা মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষার দিন সকাল থেকেই মেট্রো পরিবেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাধারণত রবিবার মেট্রোর পরিবেবা কিছুটা দেরিতে শুরু হলেও, পরীক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে এদিন ভোরা থেকেই ট্রেন চলবে। ইতিমধ্যেই বিশেষ সময়সূচি প্রকাশ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পরীক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পরীক্ষার্থী এদিন শহরের একাধিক কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসবেন। রবিবার সকালে বাস ও অন্যান্য গণপরিবহনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিত। সেই সমস্যার কথা বিবেচনা করেই আগেভাগে বিশেষ পরিবেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের মতে, পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্ধারিত সময়ের অনেকে আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন এবং যাতায়াত নিয়ে কোনও মানসিক চাপ না থাকে, সেইাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত রুটে রবিবার ভোর থেকেই ট্রেন লাচাল শুরু হবে। পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীরাও এই পরিবেষায় সুবিধা পাবেন। বিশেষ সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন পরিচালনার জন্য স্টেশনগুলিতে পরিবহন কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা ছাড়াই যাত্রীরা পরিবেষা গ্রহণ করতে পারেন। প্রতি বছর বিভিন্ন নগর ও রাজ্যভরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দিনে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেই ব্যাবাহিকতায় এবারও মেট্রো রেল দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবেবা চালুর সময় এগিয়ে এনেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে,

গাছ কেটে সমস্যার সমাধান করা যাবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, যে সমস্ত গাছ সঠিই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলিই সরানো হবে। নির্বিকারে গাছ কাটার কোনও পরিকল্পনা নেই। একই সঙ্গে নতুন গাছ লাগানোর বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই মূ লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন অধিকারিকরা। বর্ষাকালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই গাছ পড়ে দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে আসে। প্রবল ঝড় এবং ভারী বৃষ্টির সময় দুর্বল গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, বিদ্যুৎ পরিবেবা ব্যাহত হয় এবং কখনও কখনও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগেভাগে ব্যবস্থা নিতে চাইছে বনগাঁ প্রশাসন। ঝড়ের মরশুম শুরু হওয়ার আগেই বিপজ্জনক গাছ সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, অনেক এলাকায় বহু বছরের পুরনো গাছ রয়েছে, বেগুলির ডালপালা রাস্তার উপর ঝুলে থাকে। সামান্য বাড়েও সেই ডাল ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন তারা। তবে তাঁদের দাবি, গাছ কাটার আগে সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হোক এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোনও সবুজ ধ্বংস না করা হয়। পরিবেশবিদদের মতে, শহরায়ঞ্চলে গাছের সংখ্যা কমে গেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুদূষণ এবং পরিবেশগত সমস্যা আরও বাড়তে পারে। তাই বিপজ্জনক গাছ অপসারণের পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে নতুন গাছ লাগানো জরুরি। প্রশাসনের তরফেও সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এখন বনগাঁর বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে চিহ্নিত গাছগুলির তালিকা যাচাইয়ের কাজ। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মানুষের নিরাপত্তা এবং পরিবেশ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই এই কাজ সম্পন্ন করতে চাইছে প্রশাসন। বর্ষার আগে ৫০০ বিপজ্জনক গাছ সরানোর এই উদ্যোগে তাই নজর রয়েছে বনগাঁবাসীর।

ব্যবস্থা নলেই হবে না, আগে থেকেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি বাড়াতে হবে। ঘটনার পর পুলিশ দুর্ঘটনাপ্রান্ত বাসটি পরীক্ষা করে দেখেছে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, বাসটির গতি কত ছিল এবং চালককে কোণও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রয়োজন হলে এলাকার সিটিটিফ ফুটপেডে খতিয়ে দেখা হবে। অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলেছে সেক্টর ফাইভের পথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। প্রতিদিন অধিস টাইমে হাজার হাজার মানুষ রাস্তা পারাপার করেন। কিন্তু অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকা এবং যানবাহনের চাপের কারণে ঝুঁকি তৈরি হয়। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা ও কর্মীদের একাংশের দাবি, সেক্টর ফাইভ এলাকায় নিয়মিত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বাস চালকদের জন্য আরও কঠোর নজরদারি এবং নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাঁদের মতে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। প্রশাসনের তরফে অবশ্য দুর্ঘটনা রূখতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আগেও জানানো হয়েছে। তবে বারবার দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে আসায় বাস্তবে আরও কার্যকর নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। এই দুর্ঘটনা ঘিরে আপাতত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। ব্যস্তময় সেক্টর ফাইভে এলাকায় ফের এমন ঘটনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে কর্মী মহলে। সকলের দাবি, আর কোনও প্রাণ যাতে দুর্ঘটনার শিকার না হয়, তার জন্য দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ কর্মসূচি পালন করেন। সেখানে কোনও ধরনের নশকতার চেষ্টা হলে তা বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করতে পারে বলেই মনে করছেন অধিকারিকরা। সেই কারণেই এই মামলাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু হামিম মণ্ডল নয়, এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা যুক্ত থাকতে পারে, তা খুঁজে বের করতে চলেছে। কোনও সংগঠিত চক্র বা সহযোগীর ভূমিকা রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ঘটনার পুরো চিত্র সামনে আনার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তদন্তকারীরা আদালতের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করছেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। গোয়েন্দা সংস্থার অধিকারিকদের মতে, এই ধরনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য, সহযোগীদের পরিচয় এবং অর্থের উৎস খুঁজে বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলি যেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্ন তুলেছে, তেমনই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও শত্রুদের নশকতার পরিকল্পনা বরাদ্দত করা হবে না। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। বেঙ্গল স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স-এর এই দাবি সামনে আসার পর প্রশ্ন উঠেছে, হামিম মণ্ডলের পরিকল্পনার পিছনে আসলে কতটা বড় নেটওয়ার্ক কাজ করেছে। পুলিশের পোশাক সংগ্রহের পরিকল্পনা কেনা করা হয়েছিল, হালালার লক্ষ্য কী ছিল এবং এই পরিকল্পনার সঙ্গে আরও কারা যুক্ত ছিল, এখন সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে তদন্তকারী দল। তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন অধিকারিকরা। আপাতত হামিম মণ্ডলকে ঘিরে তদন্তে জোর দিয়েছেন বেঙ্গল স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। যন্তর মত্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সম্ভাব্য নশকতার এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সতর্ক করা হয়েছে। তদন্তের পরবর্তী ধাপে এই ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে বলে আশা করছেন তদন্তকারীরা।

লিলুয়ায় গ্যাস লিক করে খাবারের দোকানে ভয়াবহ আঙুন, আতঙ্ক

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ হাওড়ার লিলুয়ায় গ্যাস লিক করে খাবারের দোকানে ভয়াবহ আঙুন, আতঙ্ক। হতাহতের খ বর নেই। শনিবার সকালে লিলুয়ায় জি.টি. রোডে অবস্থিত ওই দোকানে গ্যাস লিক করে আঙুন লাগে বলে জানা গেছে। দমকলকে ১টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। দোকানটি আগুনের গ্রাসে ভরষীভূত হয়। দমকল সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৮টা ২৫ মিনিট নাগাদ তারা আঙুন লাগার খবর পান। লিলুয়া ফায়ার সার্ভিসের অধিস থেকে একটি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। সেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আঙুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

শিলিগুড়ি থেকে থেফতার পাথর ব্যবসায়ী

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ উত্তর বঙ্গ থেকে থেফতার করা হলো শেখ ওয়াসিম নামে এক যুবককে। তার বাড়ি সিউড়ির চুরিপাড়া এলাকায়। শুক্রবার শেখ ওয়াসিমকে দার্জিলিং জেলার চকবাজার থেকে থেফতার করা হয়। থেফতারের পর তাকে নিয়ে এসে রাখা হয় বীরভূমের রামপুরহাট থানায়। শনিবার রামপুরহাট থানা থেকে বের করে থুত শেখ ওয়াসিমকে পাঠানো হয় রামপুরহাট মকুম্মা আদালতে। বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার ডেউচা গ্রামে টুলু মণ্ডলের আস্থায় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা ও পনেরো কেজি সোনা। বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনা উদ্ধারের পর তদন্তে নামে বীরভুম জেলা পুলিশ। সেই তদন্তে নেমে শেখ ওয়াসিমের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে বীরভুম জেলা পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ৬ অক্টোবর পাথর খালনের অবৈধ ব্যবসা চালানোর অভিযোগ ছিল। পুরনো মামলায় তাকে থেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ ওয়াসিম শিলিগুড়ি দিয়ে নেপাল পালানোর চেষ্টা করছিল। সরকারি আইনজীবী সৌকত হাতি বলেন, অনুরনো মামলায় তাকে থেফতার করা হয়েছে। বিচারক থৃতকে ১০ দিনের পুলিশ ফেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তার সঙ্গে কোন যোগ রয়েছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখবে পুলিশ। তবে অবৈধ পাথর খাদান মামলায় তাকে থেফতার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

টোটো চালকদের শ্রমিক সংগঠনের সদস্য করানোর নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ উত্তরবঙ্গ থেকে থেফতার করা হলো শেখ ওয়াসিম নামে এক যুবককে। তার বাড়ি সিউড়ির চুরিপাড়া এলাকায়। শুক্রবার শেখ ওয়াসিমকে দার্জিলিং জেলার চকবাজার থেকে থেফতার করা হয়। থেফতারের পর তাকে নিয়ে এসে রাখা হয় বীরভূমের রামপুরহাট থানায়। শনিবার রামপুরহাট থানা থেকে বের করে থুত শেখ ওয়াসিমকে পাঠানো হয় রামপুরহাট মকুম্মা আদালতে। বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার ডেউচা গ্রামে টুলু মণ্ডলের আস্থায় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা ও পনেরো কেজি সোনা। বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনা উদ্ধারের পর তদন্তে নামে বীরভুম জেলা পুলিশ। সেই তদন্তে নেমে শেখ ওয়াসিমের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে বীরভুম জেলা পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ৬ অক্টোবর পাথর খালনের অবৈধ ব্যবসা চালানোর অভিযোগ ছিল। পুরনো মামলায় তাকে থেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ ওয়াসিম শিলিগুড়ি দিয়ে নেপাল পালানোর চেষ্টা করছিল। সরকারি আইনজীবী সৌকত হাতি বলেন, অনুরনো মামলায় তাকে থেফতার করা হয়েছে। বিচারক থৃতকে ১০ দিনের পুলিশ ফেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তার সঙ্গে কোন যোগ রয়েছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখবে পুলিশ। তবে অবৈধ পাথর খাদান মামলায় তাকে থেফতার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

মেট্রো স্টেশন তৈরির জন্য ময়দান খালি করার নির্দেশ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ জোকা এসম্মানেড মেট্রো করিডরের এলগ্মানেড মেট্রো স্টেশন তৈরির জন্য রেলের আবেদন মেনে রাজ্য সরকার মধ্য কলকাতার ধর্মতাল্লার ময়দান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের চলতি মাসেই সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পূর্ত দপ্তরের তরফে সেখানকার বিঘাচন্দ্র রায় মার্কেটের ৫২৮ জন ব্যবসায়ীকে আগামী ২৬শে আগস্টের মধ্যে দোকান খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্যে কলকাতা পুলিশের মিউন্টিভ মাঠে আওয়ারের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরী করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনলাইনে সেক্ষ-এনিউমারেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণনার কাজ শুরু

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ অনলাইনে সেক্ষ-এনিউমারেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণনার কাজ শুরু হাওড়াতেও, এদিন প্রচার ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। ভারতের জনগণনা ২০২৭ উপলক্ষে ১ আগস্ট থেকে এরাওয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রথম ১৫ দিন অর্থাৎ ১ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনে সেক্ষ-এনিউমারেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ ঘরে বসে নিজেই নিজের পরিবারের তথ্য অনলাইনে নথিভুক্ত করতে পারবেন। ১৬ আগস্ট থেকে গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই আইডি যাচাই করবেন এবং বাকি তথ্য সংগ্রহ করবেন। এই উপলক্ষে শনিবার সকালে হাওড়ায় জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এক প্রচার ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, জেলাশাসিক ড. পি দীপাপ্রিয়া এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জনগণনার প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন হয় এদিন। প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি গৃহের বিবরণ নথিভুক্ত করা যাবে। চলবে ১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। ১৬ আগস্ট থেকে প্রায় এক মাস গৃহ তালিকা প্রস্তুতকরণ ও গৃহ গণনা শুরু হবে। এদিন রাজ্যের পূর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, ভারতের জনগণনার কাজ পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয়েছে আজ থেকেই। এর প্রথম পর্যায়ের কাজ ‘সেক্ষ-এনিউমারেশন’ এর কাজ শুরু করেছে। নিজের হাউস হোল্ড এর ডিটেলস আপনারা এখানে দিতে পারেন। এরপর আগামী ১৬ তারিখ থেকে আমায়ের কর্মীরা এক মাস এই কাজ খতিয়ে দেখবেন। বালি এবং গ্রামীনা হাওড়ায় ৭ হাজার জন এই কাজ করবেন। ২ হাজার জন হাওড়া পুরসভা এলাকায় এই কাজ করবেন। মোট ১১ হাজার জন হাওড়ায় এই কাজ করবেন। উদ্দেশ্য, যাতায়ে সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ের মধ্যে জনগণনার কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে পারে। প্রচার ট্যাবলোর পাশাপাশি আমরা সামাজিক মাধ্যমে এই নিয়ে প্রচার করছি। এছাড়াও সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেও আমরা প্রচার করছি।

নামখানাতে বিশ্ব দুধ দিবস উদযাপন



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ বিশ্ব দুধ দিবস উপলক্ষে নামখানা রুকের পাতিবুনিয়া উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠ এ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোগী ভিরবাক ইন্ডিয়া আনিমেল হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড এবং সহযোগিতায় নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। আজকের এই অনুষ্ঠানে দশম শ্রেণীর ৫০ অধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে মূল্যবান ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা। ড. বেরা বলেন পুষ্টির জন্য দুধের বিকল্প কিছু নেই। যে কারণে গোপালান এর মাধ্যমে দুধ উৎপাদন ও গো নির্ভর জীবন জীবিকা মানুষের ভবিষ্যৎ হতে পারে। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য কুমার মজল মহাশয়। উনি বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই অনুষ্ঠানটি খুুই উপযোগী। ভিরব্যাক এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিজনেস এঞ্জিকিউটিভ শোভন গুচ্ছাইত এবং রাহুল দেবনাথ। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক রনজিত মন্তব্য। শান্তনু এবং অনুষ্ঠান রূপাা বেরার সুন্দর নৃত্যের মাধ্যমে শুরু হয়। আর ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় ভিত্তিক স্পট কুইজের মাধ্যমে শেষ হয়। সভার শেষে ১০ ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মিষ্ক চকলেট, পেন দেওয়া হয় সেই সাথে বাড়ির গবাদি পশুর জন্য ক্যালসিয়াম ফিড সাপ্লিমেণ্ট তুলে দেয়া হয়। ভিরব্যাক এর পক্ষে শোভন বাবু দুধ উৎপাদনে ভারতবর্ষের উন্নয় এবং দুধের বিজ্ঞানসম্মত দিকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুন্দর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

এ বছর সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়ায় উচ্ছ্বসিত সবাই



দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ আগস্ট, ২০২৬ঃ গত কয়েক বছরে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে বোঝ প্রকল্পের সাম্প্রতিক সন্ীক্ষা অনুযায়ী, সুন্দরবনের বর্তমানে ১১০টি রয়াল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যানে এই সংখ্যা ছিল ১০৫ টি রয়াল বেঙ্গল সূত্রে জানা গিয়েছে,গত বছরের ডিসেম্বর মাসে সুন্দরবনের প্রায় ৪১০০ র্গ কিলোমিটারএলাকা জুড়ে সন্ীক্ষা চালানো হয়। বাঘ গণনার সঠিক পরিসংখ্যানে পেরে বসানো হয় অত্যাধুনিক ক্যামেরা। এই কাজের জন্য জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ১৪৮৪টি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। শুধু ব্যাঘ প্রকল্প এলাকা নয়, বন্দগুনের অধীনস্থ এলাকাতেও ক্যামেরা বসানো হয়। যেখানে ধরা পড়ে একের পর এক পূর্ণ বয়স্ক বাঘের ছবি এবং শুধু তাদের বাক্য ক্যামেরায় তোলা হাজার হাজার ছবি বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয় ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটিতে। সেখান থেকেই বাঘের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। জেলা বা অধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গলে বাঘিনী এবং তাদের শাবকদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে সুন্দরবনের পরিবেশ বাঘের বসবাসের জন্য অনুকূল। সর্বশেষ কয়েক বছর ধরে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। ভারতের বহু বনাঞ্চলে বাঘের সংখ্যা কমলে ও সুন্দরবন একমাত্র স্থান যেখানে প্রায় প্রত্যেক বছর বাঘের সংখ্যা বাড়ছে। সুন্দরবন থেকে পাওয়া ব্যাঘ সুমারির সন্ীক্ষার যাবতীয় তথ্য ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেসান অথরিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বী

রহস্যঘেরা হিলি মহাশ্মশান, অলৌকিক কিংবদন্তি আর জাগ্রত মা অন্নপূর্ণার মহিমায় স্থানটি আজও লোকবিশ্বাসের শিখরে

রতন দে, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩১ জুলাই : সীমান্ত শহর হিলির বৃক



চিরে বয়ে গেছে ছোট যমুনা নদী। বাংলাদেশ থেকে উত্তর দিক দিয়ে ভারতে ঢুকে মাড় পাঁচ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আবার দক্ষিণে

বাংলাদেশে ফিরে গেছে যমুনার এই শাখা। স্থানীয়রা তাই একে ছোট যমুনা বলেন। এই নদীর তীরেই অবস্থিত রহস্যঘেরা হিলি মহাশ্মশান। ভারত-বাংলা সীমান্ত আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা এই ভূমিতে পা রাখলেই অজানা শিহরলে গা ছমছম করে ওঠে। শুধু চিতার লেহিহান শিখার সাক্ষী নয় তত্ত্বসাধনা অলৌকিক কিংবদন্তি আর জাগ্রত মা অন্নপূর্ণার মহিমায় স্থানটি আজও লোকবিশ্বাসের শিখরে। প্রায় শতবর্ষ আগের লোকশ্রুতি আজও ফেরে প্রবীণদের মুখে। অমাবস্যার নিশ্চিরদ্র অন্ধকারে এখানেই ধূনি জ্বালিয়ে একটানা সাধনায় বসন্তেন এক সিদ্ধ তান্ত্রিক। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস মা কালীর

কৃষকদের উৎপাদন ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে মালদায় ১০ গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠল ‘বর্ষাকালীন সবজি ক্লাস্টার’

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ আগস্ট : বর্ষার মরশুমে জৈবিক ও আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রসার ঘটিয়ে কৃষকদের উৎপাদন ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বড় উদ্যোগ নিল মালদা জেলা প্রশাসন। গাজেল রুকরে ১০টি গ্রাম ও প্রায় ২৫০ জন কৃষককে নিয়ে গঠন করা হল ‘রেইন সিজন ভেজিটেবল ক্লাস্টার’। এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে মরশুমি সবজি চাষ হবে এবং প্রায় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার ফার্ম-গেট মূল্য অর্জনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর এই ক্লাস্টারের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে আদিনা, চন্দ্রনদিধী, ফুলবাড়ি, হরিয়াগুড়ি-সহ ১০টি গ্রাম এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। মালদা জেলা অর্থ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক অঞ্জন চৌধুরী জানান, কৃষকদের উপাদিত জৈবিক সবজির ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে শহরে বিপণন স্টল, মোবাইল ডান এবং অনলাইন বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে। এতে কৃষকরা সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী দুষ্যন্ত কুমার রায়ব জানান, ক্লাস্টারের অধীনস্থ কৃষকদের বর্ষাকালীন লতাজাতীয় সবজি জৈবিক পদ্ধতিতে চাষ, জমি নির্বাহন এবং উন্নত বিপণন সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। করলা, লাউ, চিচিঙ্গা, শসা, চালকুমড়া ও পটল-সহ বিভিন্ন চাষ উঁচু জায়গার ক্ষেত্রে বর্ষা উপযোগী। জৈব

শিলিগুড়িতে ডিজিটাল সেলফ-এনিউমারেশনের মাধ্যমে জনগণনার সূচনা করলেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো ১৬তম জনগণনার প্রক্রিয়া। এবারের গণনাকার্যকে আরও আধুনিক ও সহজ করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে ঘরে বসেই অনলাইনে নিজেদের তথ্য জমা দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে শিলিগুড়িতে রাজ্য সরকারের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ নিজের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল ‘সেলফ যা স্ব-গণনা সম্পন্ন করে এই অভিযানের সূচনা করেন। শনিবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আধিকারিক ও কর্মীরা

মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ নিজের মোবাইল ব্যবহার করে নিউট্রি পোর্টালে নিজের এবং পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য নথিভুক্ত করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সপ্চতম মন্ত্রী বলেন, জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি, যা দেশের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও পরিষেবা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে

জনগণনার কাজে অধিকাংশ শিক্ষক! দুর্গাপুর-বর্ধমানে লাটে ওঠার আশঙ্কায় স্কুলের পঠনপাঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১ আগস্ট : জনগণনার কাজ যুক্ত করা হয়েছে স্কুলশিক্ষকদের। আর তার জেরে অধিকাংশ স্কুলেই পঠনপাঠন বাহত হওয়ার আশঙ্কা। আর তার প্রতিবাদে সরব হল উষ্টি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যে, পন্থায়েরে স্বার্থে স্কুলগুলিতে ন্যূনতম শিক্ষক রাখা ও অন্যান্য সরকারি কর্মীদের জনগণনা কাজে নিয়োগের দাবিতে গলসী-১ নং রুকে ডেপুটেশন দিল। উল্লেখ্য, শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে জনগণনা শুরু হয়েছে। তবে এখন অনলাইনে নাগরিকরা এনুমারেশন জমা করার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে অনলাইনে। তারপর, শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনা করবেন। ইতিমধ্যে জনগণনার বিভাগের তরফে জেলাস্কুল পরিদর্শককে চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়, জনগণনার কাজে শিক্ষকদের যুক্ত করতে হবে। এ জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আর তাতেই বিপাকে পড়ার আশঙ্কা তৈরী হয়েছে প্রাইমারি জেলার স্কুলগুলি। অভিযোগ, জনগণনার কাজে কোনও কোনও স্কুলের ৯০ শতাংশের বেশি শিক্ষককে যুক্ত করা হয়েছে। কোনও কোনও স্কুলে প্রধানশিক্ষক ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষককেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি কাজে যোগ না দিলে শাস্তির হুমিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রব্লেম সৃষ্টি হয়েছে স্কুলের পঠনপাঠনে। উষ্টি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দাবী, গলসী-১ নং রুকের খুরাজ প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে ১৪৪ জন পন্থায়, ৪ জন শিক্ষক। জনগণনায় নেওয়া হচ্ছে ৬ জন শিক্ষককে। মাত্র একজনকে ১৪৪ জন পন্থায়র সামলাতে হবে পঠনপাঠন। একইরকমভাবে জাগুলিপাড়া

প্রাইমারি স্কুলের ১১৪ জন পন্থায়। ৪ জন শিক্ষক। সেখানেও ৬ জন শিক্ষককে জনগণনায় নেওয়া হয়েছে। আবার দুর্গাপুর ইন্স্প্যাননগরী এফপি স্কুল ১০৬ জন পন্থায়। ২ জন শিক্ষক। সেখানে ২ জন শিক্ষককেই জনগণনায় নেওয়ায় আরও সম্ভজনক তৈরী হয়েছে। নেতাভী বিদ্যালয় ৫৪৬ জন পন্থায়, ১১ জন শিক্ষক। সেখানে ৯ জন শিক্ষককে জনগণনায় নেওয়া হয়েছে। আবার এমনও কিছু স্কুল আছে, যেখানে একজনই নাত্র শিক্ষক রয়েছে। উষ্টি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে রাজীব দত্ত বলেন, জনগণনা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনগণনা যেমন করতে হবে, তেমনই শিশুদের শিক্ষার অধিকার বিষয়টিও দেখতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী ৬০ জন পন্থায় পিছ একজন শিক্ষক থাকা দরকার। কিন্তু, বর্তমানে সেই অনুপাতে শিক্ষকই নেই। নিয়োগ না হওয়ায় রাজ্যের বহুস্কুলে সম্ভটজনক পরিস্থিতি রয়েছে। তারপর এখন জনগনণনার কাজে অধিকাংশ শিক্ষক তুলে নেওয়া হলে, পরিস্থিতি আরও অবনতি হবে। তাই, স্কুলে ন্যূনতম শিক্ষক রাখা হোক। প্রাথমিক শিক্ষক ছাড়াও অন্যান্য সরকারি কর্মীদের জনগনায় নেওয়া হোক। কাজের সমবন্টক করা হোক। এছাড়াও জনগনণায় কাজে সরকারের তরফে আপডেট মোবাইল দেওয়া হোক। এবিধারএসএমের শিক্ষক সংগঠনের তরফে রাজ্য সম্পাদক কৌশিক সরকার জানান, বিগত সরকারের আমলে দীর্ঘ কয়েকবছর কোন নিয়োগ হয়নি। তার খেসারত দিতে হচ্ছে। নতুন সরকার সমস্ত দিক চিন্তাভাবনা করছেন। মর্নিং স্কুল চালুর চিন্তাভাবনা নিচ্ছে সরকার। সেটা করা হলে, বাকি সারাদিন জনগণনার কাজ করতে পারবে শিক্ষকরা।

দাঁড়িয়ে থাকা রাসায়নিক সার ভর্তি লরিতে হঠাৎ আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ আগস্ট : দাঁড়িয়ে থাকা রাসায়নিক সার ভর্তি লরিতে হঠাৎ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, চাঞ্চল্য বেলডাঙ্গায়। পুড়ে

ছাই হয়ে গেল গোটা লরি। শনিবার ঘটনটি ঘটেছে শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার বড়ুয়া পেট্রোল পাম্প সলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে।

অভাব ঘোচে, কাটে বিপদ। তাই মানত নিয়ে বহরভর দূরদূপান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। বহু পরিবারে প্রচলিত স্বপ্নে মায়ের নির্দেশ পেয়েই মন্দিরে পূজা দিয়ে পূর্ণ হয়েছে মনোবাঞ্ছা। লোকমুখে মন্দিরের নাম তেই জাগ্রত অন্নপূর্ণা একসময় সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় হিলি ছিল নিরুন্ন, নির্জন। সেই নিস্তব্ধতাকেই সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তান্ত্রিক-সাধকেরা। গভীর রাতে ধ্যান-তত্ত্বসাধনায় ডুবে যেতেন তাঁরা। সেই থেকেই রহস্যের চাদরে মোড়া এই শ্মশানভূমি। এই লোকবিশ্বাস ও তত্ত্বচর্চার ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সভাপতি ইতিহাস গবেষক ও বঙ্গরত্ন অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার বলেন, ‘হিলি মহাশ্মশান নিয়ে কোনও প্রামাণ্য দলিল নেই। কিন্তু লোকসংস্কৃতিতে তত্ত্বচর্চার যে ধারা বঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দেখা যায় হিলি তার ব্যতিক্রম নয়। সীমান্তের নির্জনতা সাধকদের আকৃষ্ট করত। পঞ্চমুণ্ডির আসনের ধারণাও তন্ত্রেরই অঙ্গ।

ভারত-নেপাল সীমান্তে ব্রাউন সুগারসহ গ্রেফতার এক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ আগস্ট : খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তসলগ্ন পানিট্যাঙ্কি এলাকায় মাদক পাচারের ছক ভেঙে দিল পুলিশ। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্যের হাতবদল করতে আসা এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম আজিজুর মিঞা। সে মালদা জেলার মোখাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে উত্তর রামধন জোত এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আটক ব্যক্তির কাছ থেকে দুটি প্যাকেটে মোট ২০৪ গ্রাম ‘ব্রাউন সুগার’ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া এই মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য কয়েক লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। শনিবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। সীমান্ত এলাকায় কার কাছে এই বিপুল পরিমাণ মাদক হস্তান্তরের পরিকল্পনা ছিল, সেই আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের বাকি সহযোগীদের খোঁজ পেতে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে মধুপুর ও পাটনার মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১ আগস্ট : শ্রাবণী মেলা চলাকালীন যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড সামাল দিতে, পূর্ব রেল মধুপুর ও পাটনার মধ্যে একটি মেমু স্পেশাল ট্রেন চালানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩৫৫৫ মধুপুর-পাটনা শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ২ আগস্ট ২০২৬ থেকে ২৯ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত (মোট ২৮টি ট্রিপ) প্রতিদিন রাত ৮.৩০-এ মধুপুর থেকে ছাড়বে এবং পরদিন ভোর ৮.৩৫-এ পাটনায় পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩৫৫৬ পাটনা-মধুপুর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ৩ আগস্ট ২০২৬ থেকে ৩০ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত (মোট ২৮টি ট্রিপ) প্রতিদিন ভোর ৪.৩০-এ পাটনা থেকে ছাড়বে এবং ওই দিনই দুপুর ১২.১৫-য় মধুপুরে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন জর্সিডিহ ও সীমুতলতা স্টেশনে থামবে।

টানা বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ির বহু এলাকা জলমগ্ন, তিস্তাতে হলুদ সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১ আগস্ট : শনিবার সকাল থেকে টানা বৃষ্টির জেরে জলপাইগুড়ি শহরের বিদ্যুৎ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তার ওপর জল জমে গিয়ে চরম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে স্থানবিক জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আরহাওয়া দক্ষতর সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে প্রায় ৯৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। প্রবল বর্ষনের কারণে প্রায় ২০০০ গ্রামের মানুষ রাস্তা এবং নিচু এলাকাগুলি জলের নিচে চলে গেছে। এমনকি একাধিক জায়গায় জল বাসিন্দাদের ঘরবাড়ির সামনে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়লেও এই সমস্যায্য স্থায়ী সমাধানের জন্য পূর প্রশাসন একমুখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এদিকে টানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা ও করলা নদীর জলস্তর হ্ছ হু করে বাড়তে শুরু করেছে। সেচ দপ্তর জানিয়েছে, তিস্তা নদীর মেশলিগঙ্গ সংলগ্ন এলাকায় জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে ইতোমধ্যে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতির ওপর কাজ টা নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন এবং নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

লরির থাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধের, আটক লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ আগস্ট : সাইকেলে কাজে যাওয়ার পথেই শেষে যাত্রা! শীল-পাটার কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি বৃদ্ধের। শনিবার সকালে মর্মান্তিক গণধর্ষণটানকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার মহদীপুর সীমান্তের লটন এলাকায়। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক সাইকেল মোড়ালী বৃদ্ধ। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম তপসেন গাঙ্গুলী। তিনি কালিয়াচক থানার কদমতলা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মত এদিনও শীল-পাটার কাজ করার উদ্দেশ্যে সাইকেলে করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তপসেন। অভিযোগ, লটন এলাকায় রাস্তার ওপর অবৈধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথরবোঝাই লরিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় পিছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা আরেকটি পাথরবোঝাই লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ হাড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় প্রায়ই পাথরবোঝাই লরি রাস্তার ওপর অবৈধভাবে পার্কিং করে রাখা হয়। শুধু তাই নয়, রাস্তার ওপর হাড়িয়ে থাকে পাথরও। এর ফলে প্রতিদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলেও দাবি তাঁদের। মৃতের পরিবারের সদস্য নারায়ণ মণ্ডল জানান, তপসেন মণ্ডলই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় প্রতিদিন শ্রমে কাজ করেই পথচারি চালাতেন তিনি। এই দুর্ঘটনায় পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ইংল্যান্ডদেশের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল এবং অবৈধ পার্কিংয়ের অভিযোগ কতটা সত্য, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগুন নেভাতে গিয়ে জখম হন গাড়ির চালক। ঘটনাস্থলে একটি দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান নেভাতে গিয়ে জখম হন গাড়ির চালক। ঘটনাস্থলে একটি দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক ভাবে

যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও সুরক্ষা মজবুত করতে ‘রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯’- এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান সংশোধন

মা্লিগাঁও, ১ আগস্ট : ভারতীয় রেলওয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সলয় যাত্রী ও জনসাধারণকে জানাচ্ছে যে, ‘রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯’-এর বিভিন্ন বিধানে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনীগুলোর উদ্দেশ্য হলো রেল-সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুন মেনে চলা সহজ করা, নির্দিষ্ট কিছু বিধানকে ‘ভারতীয় বিধাদাপন্ন করা অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত বাধা দেওয়া, সংশোধিত বিধানগুলোর লক্ষ্য হলো অনেক ছোটখাটো উল্জনকে অপরাধমুক্ত করা। এর অধীনে, প্রথমবার বা কম গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের পরিবর্তে আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হবে, তবে বারবার বা গুরুতর উলঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান থাকবে। এই সংশোধনগুলির লক্ষ্য হলো রেলওয়ে ব্যবস্থার সুরক্ষা ও শৃঙ্খলার সাথে কোনো আপস না করেই আইনি কাঠামোকে আরও নাগরিক-বান্ধব করে তোলা। সংশোধিত বিধানের অধীনে, রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ধারা নং. ১৩৭, ১৩৮, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭ এবং ১৭২-এ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, বৈধ টিকিট ছাড়া ভ্রমণ, নির্ধারিত গন্তব্যের বাইরে অননুমোদিত ভ্রমণ, টিকিট হস্তান্তর, সংরক্ষিত কামরায় অননুমোদিত প্রবেশ, ধূমপান, রেলওয়ে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এবং

হাতির তাণ্ডবে নষ্ট ধানখেত, ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে চাষিরা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১ আগস্ট : ঝাড়গ্রাম জেলায় ফের হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লেন চাষিরা। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় হাতির দল বীজতলা ও সন্ধ্য রোপণ করা ধানখেত নষ্ট করায় আতঙ্ক রাত কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গিধনী রেঞ্জের আমতলিয়া বিটের চান্দুয়া জঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকায় ২৫ থেকে ৩০টি হাতির একটি বড় দল রাতভর তাণ্ডব চালায়। একের পর এক ধানখেতে ঢুকে বীজতলা ও সন্ধ্য রোপণ করা চারা ধান খেয়ে এবং পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয় তারা। এতে চাষিদের বড়সড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, খড়্গাপুর নববিভাগের কলাইকুন্ডা রেঞ্জের পল্লভা এলাকায়ও ৬ থেকে ৭টি হাতির একটি দল তাণ্ডব চালায়। স্থানীয় সূত্রেই খবর, প্রায় ৬ থেকে ৪ বিঘা জমির চারা ধান নষ্ট হয়েছে। রাতভর বনকমী ও ছলা পাটি হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন রেঞ্জে ছোট ছোট দলে হাতিরা খোরাকেরা করছে। মাণিকপাড়া রেঞ্জের রমরমা বিটের আখড়াশোল ও জাম্‌বোয়া এলাকায় একটি হাতি, গুইমারা গ্রামের কাছে পরিচিত হাতি ‘রামলাল’ কুসুমঘাটি বিটের রাজাবাসায় একটি হাতি, গিধনী রেঞ্জের চান্দুয়া জঙ্গলে ২৫ থেকে ৩০ টি হাতির বড় দল এবং ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের বৃন্দাবনপুর এলাকায় তিনটি হাতির অবস্থান রয়েছে। একাধিক এলাকায় ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি কাঁচা বাড়িঘর ভাঙুরের ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। ফলে বহু গ্রামে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন বাসিন্দারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বনদফতরের পক্ষ থেকে মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হচ্ছে। পাশাপাশি জঙ্গলে কাঠ, জ্বালানি কাঠ বা শালপাতা সংগ্রহ করতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বনকমীরা হাতির গতিবিধির উপর নজরদারি চালাচ্ছে। এদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা ছড় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং হাতির উপদ্রব রূপতে দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

শান্তিপুুরে পরিবার তিন বাড়িতে চুরির অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিপুুর, ১ আগস্ট : রাতের অন্ধকারে পরপর তিনটি বাড়িতে হানা দিয়ে চুরির অভিযোগ উঠল দুকুতীদের বিরুদ্ধে। ঘরের তালা ভেঙে সোনা-রূপোর গয়না ও নগদ টাকা-সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুুর থানার অন্তর্গত বাবলা গ্রাম পঞ্চায়তেরে বিরেকানন্দ নগর উত্তরপাড়া এলাকায়। শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা গৃহবধূ লিপিকা বিশ্বাসের স্বামী কমসূত্রে তিনরাণ্ডা থেকে। দু’দিন আগে সন্তানদের নিয়ে তিনি ভীমপুরে বাবার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শনিবার সকালে ফোনে বাড়িতে চুরির খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ফিরে আসেন তিনি। বাড়িতে ঢুকে দেখেন, ঘরের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ভিতরে ঢুকে দেখা যায়, গোটা ঘর লুণ্ঠিত। আলমারি ও বাক্সের তালা ভেঙে জিনিসপত্র তখনই করা হয়েছে। লকারে রাখা সোনা ও রূপোর অলংকার এবং টাকা ভর্তি একটি ডান্ডার নিয়ে পালিয়েছে দুকুতীরা। গৃহবধূর দাবি, প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে। একই রাতে পাশের আরও একটি বাড়ির তালা ভেঙে ঢোকে চোরেরা। তবে সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকায় তারা কিছু না নিয়েই চলে যায়। অন্য একটি বাড়িতে চোরের সময় পরিবারের সদস্যরা টের পেয়ে টিংকার-টেঁচামেচি শুরু করলে দুকুতীরা পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শান্তিপুুর – কৃষ্ণনগর – আমঘাটা হল্ট সেকশনে সাময়িক পরিষেবা সম্প্রসারণ ও নতুন বিশেষ পরিষেবা

কলকাতা, ১ আগস্ট : যাত্রীদের সুবিধার্থে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ভিভিশন ৩১৫৮৫ রানাঘাট – কৃষ্ণনগর (শান্তিপুুর হয়ে) লোকাল ট্রেনটির পরিষেবা আমঘাটা হল্ট পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার এবং আমঘাটা হল্ট থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত একটি নতুন ইএমইউ বিশেষ পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ব্যবস্থার ৩ আগস্ট, ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ৩১৫৮৫ রানাঘাটা – কৃষ্ণনগর - আমঘাটা হল্ট (শান্তিপুুর হয়ে) ইএমইউ বিশেষ ট্রেনটি যথারীতি সকাল ৬.৫০-এ রানাঘাট থেকে ছাড়বে এবং ৬.২০-এ আমঘাটা হল্ট পৌঁছাবে। ট্রেনটি শান্তিপুুর, দিল্লীগর ও কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে যথাক্রমে সকাল ৭.২৫, ৭.৪২ ও ৮.০৫-এ ছাড়বে। ট্রেনটি শান্তিপুুর ও কৃষ্ণনগর স্টেশনে যথাক্রমে ৫ মিনিট ও ২ মিনিট যাত্রাবিরতি করবে। ০৩৮৯২ আমঘাটা হল্ট – কৃষ্ণনগর ইএমইউ বিশেষ ট্রেনটি সকাল ৮.৩০-এ আমঘাটা হল্ট থেকে ছেড়ে সকাল ৮.৪৫-এ কৃষ্ণনগরে পৌঁছাবে।

ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, বাড়ছে মহানদী নদীর জলস্তর

ভুবনেশ্বর, ১ আগস্ট : ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক রাজ্যের বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় শতাধিক গ্রাম এখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। মুখামুখি মোহন চরণ মাঝি শনিবার সকালে ভদ্রক, বালেশ্বর, জাজপুর ও কেওনঝড়- সহ বন্যা কবলিত জেলাগুলি আকাশপথে পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি উর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে উদ্ধারকাজ, জ্রাণ ও পুনর্বাসন কাজক্রমের বিষয়টিও পর্যালোচনা করলেন। হিরাকুদ জলাধারের জলস্তর বেড়ে ৬২৫.৪৭ ফুটে পৌঁছেছে এবং জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য এর ২২টি স্পিললয়ে গেট খোলা রাখা হয়েছে। বৈভরণী, মেবী ও ভাগবী নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে কমলেও সালাণ্ডি ও কুশভদ্রা নদীর জলস্তর এখনও বাড়ছে। বন্য়ার জলে কয়েকটি জেলার গ্রাম, রাস্তাঘাট ও কৃষিজমি প্রাবিত করায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শনিবার ভদ্রক জেলার স্কুলগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে আরহাওয়া দক্ষতর আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য ২০টি জেলার ‘হৃদয় সতর্কতা’ জারি করেছে। এছাা লোভি মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত ওশাগিঞ্জিও নতুন করে বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর, যার ফলে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্কবিস্হায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপ ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে মূলত নির্ধারিত জরিমানা আরোপ করা হবে আর কারাদণ্ডের বিধানটি সাধারণত কেবল জরিমানা পরিশোধে ব্যবহৃত হবে এবং একই অপরাধ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। একই সাথে, যাত্রীদের সুরক্ষা ও জনস্বচ্ছল্যকে প্রভাবিত অপরাধগুলি যেমন মাতাল অবস্থায় উপদ্রব সৃষ্টি, রেলকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া, অননুমোদিত প্রবেশ, বিপজ্জনক সামগ্রী অবৈধভাবে বহন এবং রেল পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায় এমন অসদাচরণ-ক্ষেত্রে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। আইনি অভিমততা এবং আইনের আরও ভাল প্রয়োগের জন্য ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু বিধানও করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের সমস্ত যাত্রী ও রেল পরিষেবা ব্যবহারকারীদের সংশোধিত নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত হতে এবং ভ্রমণের সময় রেলের নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছে। এই সংশোধনীগুলির লক্ষ্য হলো ক্রেত শান্তির বিধানের মাধ্যমে ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ সহজতর করা এবং একই সাথে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে এমন সব গুরুতর অপরাধের ওপর আরও কার্যকরভাবে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা, যা যাত্রীদের সুরক্ষা এবং স্ট্রন পরিষেবার মসৃণ পরিচালনের জন্য প্রত্যাশারের সৃষ্টি করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি সুরক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও যাত্রী-বান্ধব রেল ব্যবস্থা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং রেল টেওওয়ার্ক জুড়ে সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল ভ্রমণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রবেশ, ধূমপান, রেলওয়ে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এবং

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে এমন সব গুরুতর অপরাধের ওপর আরও কার্যকরভাবে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা, যা যাত্রীদের সুরক্ষা এবং স্ট্রন পরিষেবার মসৃণ পরিচালনের জন্য প্রত্যাশারের সৃষ্টি করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি সুরক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও যাত্রী-বান্ধব রেল ব্যবস্থা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং রেল টেওওয়ার্ক জুড়ে সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল ভ্রমণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রবেশ, ধূমপান, রেলওয়ে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এবং

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement for the Virtual Inauguration programme of NIA Court on 04.08.2026 at the Premises of Bankshall Court, 2&3 Bankshall street, Kolkata-700001."
[Job No. KIT/RW/124 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-067/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 03.08.2026 up to 04.00 PM
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet connectivity for the Virtual Inauguration programme of NIA ourt on 04.08.2026 at the Premises of Bankshall Court, 2&3 Bankshall street, Kolkata-700001..."
[Job No. KIT/RW/125 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-068/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 03.08.2026 up to 04.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

কাটিহার মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের টিকা
ই-টেক্সট নোটিস নং, কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২০ তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নির্মলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেক্সট" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ আলুয়াব্রী রোড-আলুয়াব্রী বালকাটারি এলিএস থণ্ডে ডিন বসওয়ার এক সমসীয়ার জন্য লেলওয়ার নিজস্ব ২২x২ অর্পটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের টিকা। টেন্ডার শাফিঃ ৬৬.০৩.২০২৬.০৮। টার। বার্নান রাশিঃ ১৩৩,০০০/- টাকা। টেন্ডার স্বদ্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটয়া এবং খোলা সময়ঃ ১৫.০০ ঘটয়া। উল্লেখঃ ই-টেক্সটের সম্পূর্ণ সনিকমে সহিত টেন্ডার প্র-পাশ আগামী ২১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উল্লব থাকবে। ডিভাররএ এসওটি, কাটিহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাফ পরিষেবা
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং
টেন্ডার নোটিশ নম্বরঃ কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২১, তারিখঃ ৩০-

মহাদেবের অভিষেক

প্যাকেটের দুধে শিবের অভিষেক করলে কি পূজা অসম্পূর্ণ হয়? শাস্ত্রের নিয়ম, কী করবেন আর কী এড়িয়ে চলবেন

শ্রাবণ মাস এলেই গোটা দেশজুড়ে শুরু হয় মহাদেবের আরাধনা। হিন্ত্রপুু ধর্মে এই মাসকে শিবভক্তদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। শ্রাবণের প্রতিটি সোমবার বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই দিন ভোর থেকেই শিবমন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে। কেউ উপবাস পালন করেন, কেউ জলাভিক্ষেক করেন, আবার অনেকেই বাড়িতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে নিয়ম মেনে পূজা করেন। শিবপূজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আচার হল দুধ দিয়ে অভিষেক। তবে বর্তমান সময়ে একটি প্রশ্ন প্রায়ই সামনে আসে- বাজারে পাওয়া প্যাকেটজাত দুধ দিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করা কি শাস্ত্রসম্মত? নাকি এতে পূজার শুদ্ধতা নষ্ট হয়? এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় মত থাকলেও শাস্ত্রজ্ঞদের একাংশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। হিন্দু শাস্ত্রে পূজার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রথটি উপকরণের শুদ্ধতা ও সাদৃিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাজারে বিক্রি হওয়া পাস্ত্রিত দুর্ধই সবচেয়ে সহজলভ্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেক ভক্ত শিবপূজাতেও সেই দুধ ব্যবহার করেন। কিন্তু এই দুধ ব্যবহার নিয়ে ধর্মীয় মহলে নানা মত রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজারে বিক্রি হওয়া প্যাকেটজাত দুধ সংগ্রহের পর একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে

যায়। পাস্ত্রাইজেশন, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ এবং দীর্ঘদিন ভালো রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের ফলে দুধের স্বাভাবিক গুণে কিছু পরিবর্তন আসে। যদিও এই প্রক্রিয়াগুলি মূলত স্বাস্থ্য ও খাদ্য সুরক্ষার জন্য করা হয়, তবুও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকের মতে, এতে দুধের প্রাকৃতিক সাদৃিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। সেই কারণেই অভিষেকের সরাসরি প্যাকেটের দুধ দিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করার পক্ষে মত দেন না। সতবে এর অর্থ এই নয় যে,প্যাকেটজাত দুধ ব্যবহার করলে পূজা প্রহণযোগ্য হবে না। বাস্তব পরিস্থিতিতে গুরুত্ব

দিয়ে বহু ধর্মীয় পণ্ডিতই মনে করেন, যদি খাটি দেশি গরুর টাটকা দুধ সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কিছু নিয়ম মেনে প্যাকেটজাত দুধও ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ শাস্ত্রে ভক্তির গুরুত্ব উপকরণের চেয়ে অনেক বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি প্যাকেটের দুধ দিয়েই অভিষেক করতে হয়, তাহলে প্রথমেই

তাই পূজার আগে দুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। একইভাবে পাত্র, পূজার স্থান এবং শিবলিঙ্গ পরিষ্কার রাখার দিকেও নজর দেওয়া উচিত। শিবপূজার প্রসঙ্গে ধর্মীয় গ্রন্থে মহাদেবের একটি বিশেষ গুণের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ‘ভোলানাথ’ এবং ‘আশুতোষ’ নামে পরিচিত। অর্থা, অল্প উপচারেই

করেই শিবপূজা সম্পন্ন করা যায় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। বর্তমান সময়ে সামাজিক মাধ্যমে পূজার নানা নিয়ম নিয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় এসব তথ্য বিভাস্ত্রিতও সৃষ্টি করে। তাই কোনও ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য শস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বা আশ্রিত পুরোহিতের পরামর্শ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, শাস্ত্রের মূল শিক্ষা হল শুদ্ধতা, সযম্য এবং ভক্তি বজায় রাখা। উপকরণের বাহ্যিক ন্যা, বরণ আন্তরিক মনোভাবই দেবতার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। সবশেষে বলা যায়, শিবের অভিষেকের জন্য খাটি দেশি গরুর টাটকা দুধকে সর্বোত্তম বলে ধরা হলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে প্যাকেটজাত দুধ ব্যবহার করতেই হলে কিছু নিয়ম মেনে তা করা যেতে পারে। দুধ আগে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে, তা যেন সতেজ থাকে এবং কখনওই সরাসরি গরম অবস্থায় শিবলিঙ্গে অর্পণ করা যাবে না। তবে সব কিছুর উর্ধ্বে রয়েছে অন্তরী শক্তি। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মহাদেব কখনও উপচারের বাহ্য্য দেখেন না তিনি দেখেন ভক্তের মন কতটা নির্মল এবং আরাধনা কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছে। তাই প্রাণ্ড মনোশৈশিরে কৃপা লাভের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন শুদ্ধ মন, স আচরণ এবং আন্তরিক ভক্তি-এটাই শিবপূজার প্রকৃত সারবস্তু। এই প্রতিবেদনটি দ্রষ্টব্য ফ্রেভুলি

সংবাদপোষ্টালের উপযোগী করে লেখা হয়েছে, যেখানে তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনার পাশাপাশি অযাচিত দাবিকে নিশ্চিত সত্য হিসেবে উপস্থাপন না করে ধর্মীয় বিশ্বাস, শাস্ত্রজ্ঞদের মতে বা প্রচলিত ধারণা হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেবাশ্রয় শিবিরে ইউএসজি মেশিন ব্যবহারের অভিযোগে নোদাখালির ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকের লাইসেন্স বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা,দক্ষিন ২৪ পরগনা, ১ আগস্ট : আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন ব্যবহার নির্ধারিত নিয়ম না মানার অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালির একটি আলট্রাসোনোগ্রাফি ও জেনেটিক ক্লিনিকের লাইসেন্স বাতিল করল জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন। অভিযোগ, নার্সিংহোমে নিবন্ধিত ইউএসজি মেশিনটি অনুমোদিত স্থানের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি সেবাশ্রয় শিবিরে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই শিবিরে জুনের লিঙ্গ নির্ধারণের মতো গুরুতর বেআইনি কাজ সম্বন্ধিত হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রশাসনিক তদন্তের পর জীবন আরো্যগ আলট্রাসোনোগ্রাফি ও জেনেটিক ক্লিনিকের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ধরনের আলট্রাসোনোগ্রাফি বা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যাবে না বলেও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য নিখরায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেবাশ্রয় শিবিরের আয়োজন করা হত। সেই শিবিরকে ঘিরে পরবর্তী সময়ে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে।

রক্তদানে তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহ, ডিজিটাল প্রচারে জোর স্বাস্থ্য দপ্তরের বছরে একবার রক্তদানেই মিলতে পারে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১ আগস্ট ~ : রক্তদান সম্পর্কে মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের নানা ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এবং বিশেষ করে জ্ঞান জি বা তরুণ প্রজন্মকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে আরও বেশি উসাহিত করতে নতুন উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তর। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে এবার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম-সহ বিভিন্ন সামাজ্যমাধ্যমে শুরু হচ্ছে বিভিন্ন ডিজিটাল প্রচারাভিযান। আগামী ১ আগস্ট থেকে মোবাইল ফোন ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই প্রচার আরও জোরদার করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে একাধিক যেহাট ভিডিও ও প্রচারচিত্র, যেখানে সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে রক্তদান নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং নিয়মিত রক্তদানের উপকারিতা। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রচারে বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে, রক্তদান করলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়-এমন ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। চিকিৎসকদের মতে, রক্তের তরল অংশ বা প্লাজমা

মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অন্যদিকে, রক্তের কণিকাগুলিও প্রায় ২১ দিনের মধ্যে পুনরায় তৈরি হয়ে।

যাফি ফলে সুস্থ একজন মানুষের পক্ষে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে রক্তদান সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই তথ্যগুলিই একাংশের, উপস্থাপনার মাধ্যমে সমাজমাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ে এবং তারা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসেন। শুধু প্রচারেই থেমে থাকেনি স্বাস্থ্য দপ্তর। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য চালু করা

হয়েছে একটি টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরও। এই নম্বরে ফোন করে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা, রক্তদানের নিয়ম, যোগাফা এবং

হেপাটাইটিস বি এবং সি সময়মতো শনাক্ত না হলে পরবর্তীকালে লিভার সিরোসিস হতে পারে। যারা দীর্ঘমেয়াদি লিভার সিরোসিসে

এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। একই সঙ্গে রক্তদান নিয়ে মানুষের মনে থাকা বিভিন্ন সশয্য ও প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জনগণ সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত এইচআইভি এবং এইচআইভি-ব র থেকে বেশি ভয়াবহ হেপাটাইটিস বি অ্যান্ড সি।

হেপাটাইটিস বি এবং সি সময়মতো শনাক্ত না হলে পরবর্তীকালে লিভার সিরোসিস হতে পারে। যারা দীর্ঘমেয়াদি লিভার সিরোসিসে

মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং এইচআইভির মতো সংক্রমণ রয়েছে কি না, তা জানা সম্ভব হয়। ফলে কোনও সমস্যা থাকলে দ্রুত চিকিসা শুরু করার সুযোগও তৈরি হয়। সশ্রুতি কয়েকটি বেসরকারি দ্রুত ব্যাক্সকে ঘিরে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে এবং সেই ঘটনায় তদন্তও শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের আশ্বা আরও বাড়াতে সরকারি র্লাভ ব্যাক্সগুলিতে স্বেচ্ছায়, রক্তদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সেই লক্ষ্যেই আসন্ন দুর্গাপূজোর সময়কে বেছে নেওয়া হয়েছে বৃহত্তর জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য। পূজোর ধরসমু জুড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার, ডিজিটাল ক্যাম্পেইন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের আশা, প্রযুক্তিদের এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং রাজ্যের সরকারি র্লাভ ব্যাক্সগুলিতে নিরাপদ রক্তের মজুতও আরও শক্তিশালী হবে।

তামিলনাড়ু সফরে গেলে রাহুল গান্ধী

চেন্নাই, ১ আগস্ট (হি.স.)ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ১ আগস্ট তামিলনাড়ু সফরে যাচ্ছেন। সফরকালে তিনি কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে দলের পাদাধিকারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠকেরও সম্ভাবনা রয়েছে, যা রাজনৈতিক মহলে তাপর্ষপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেসের সাংগঠনিক পুনর্গঠন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৩ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে মানিক্ধম ঠাকুর দায়িত্ব নেওয়ার পর আয়োজিত এই শিবিরের মূল লক্ষ্য সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া। চেন্নাইয়ের কাছে মহাবলীপুরমে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলা কংগ্রেস সভাপতি-সহ বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদের বুথস্তরে সংগঠিত বিস্তার, উপনির্বাচন, স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন এবং ভবিষ্যতের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। জনসংযোগ কর্মসূচি আরও জোরদার করার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিবিরের শেষ দিনে রাহুল গান্ধী দলের নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। পাশাপাশি কৃষক, মনরোগ্য কর্মী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়েও মতবিনিময় করবেন।

লোকমান্য তিলক পুরস্কারে সম্মানিত অজিত ডোভাল

১- পাতার পর- উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল বলে তাঁর দাবি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ডোভালের কর্মজীবনের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ গরম অবস্থায় শিবলিঙ্গে অর্পণ করা যাবে না। তবে সব কিছুর উর্ধ্বে রয়েছে অন্তরী শক্তি। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মহাদেব কখনও উপচারের বাহ্য্য দেখেন না তিনি দেখেন ভক্তের মন কতটা নির্মল এবং আরাধনা কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছে। তাই প্রাণ্ড মনোশৈশিরে কৃপা লাভের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন শুদ্ধ মন, স আচরণ এবং আন্তরিক ভক্তি-এটাই শিবপূজার প্রকৃত সারবস্তু। এই প্রতিবেদনটি দ্রষ্টব্য ফ্রেভুলি সংবাদপোষ্টালের উপযোগী করে লেখা হয়েছে, যেখানে তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনার পাশাপাশি অযাচিত দাবিকে নিশ্চিত সত্য হিসেবে উপস্থাপন না করে ধর্মীয় বিশ্বাস, শাস্ত্রজ্ঞদের মতে বা প্রচলিত ধারণা হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তসলিমা নাসরিনকে নাগরিক সংবর্ধনা, নিরাপত্তা ও বাকস্বাধীনতা নিয়ে বার্তা

১- পাতার পর- সহিত্যকীর্তিকে সম্মান জানিয়ে নাগরিকদের পক্ষ থেকে একটি কপোর স্মারকও উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানজুড়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মুক্তচিন্তার গুরুত্ব উঠে আসে বক্তাদের বক্তব্যে। তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যজীবন, তাঁর লেখালিখি এবং বাংলা ভাষার প্রতি অবদানের কথাও স্মরণ করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর কলকাতার সাংস্কৃতিক মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি অনেকের কাছেই ছিল আবেগঘন মুহূর্ত। সব মিলিয়ে, রবীন্দ্রসদনের এই অগ্ঠান শুধু একজন লেখিকাকে সংবর্ধনা জানানোর মতোই সীমাবদ্ধ থাকেনি সাহিত্য, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক চর্চাকে ঘিরেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বহুদিন পর কলকাতায় তসলিমা নাসরিনের এই প্রকাশ্য উপস্থিতি শহরের সাংস্কৃতিক পরিসরে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

‘আগে বিমানবন্দরের নাম রাখা হত একটি পরিবারের

১- পাতার পর- আগামী ১৭ আগস্ট থেকে ভোগপুরম বিমানবন্দর থেকে বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এর ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের পর্যটন, শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্র আরও গতি পাবে বলে মনে করছে কেদ্র ও রাজ্য সরকার। বিমানবন্দর উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক মন্তব্যও নজর কেড়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নামকরণের নীতি নিয়েও তিনি কংগ্রেস আমলের সমালোচনা করান। তাঁর বক্তব্য, দেশের উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যকে একসঙ্গে গুরুত্ব দিয়েই বর্তমান সরকার কাজ করছে।

কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা

১- পাতার পর- ধরনের সৌর প্রকল্পের ক্ষমতা প্রায় ৭০০ মেগাওয়াট। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্পের জন্য মোট প্রায় ৫,০৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতি মেগাওয়াট ক্ষমতার জন্য সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভাসমান সৌর প্রকল্পগুলিতে শক্তিশ্বধ্বয়ের ব্যবস্থারও যুক্ত করা হবে। এতে বিদ্যুতের চাহিদার সময়ে সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও শেটো ইতিম্ম প্রকল্পকে আরও সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকেও অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। সব মিলিয়ে, কৃষি, শক্তি এবং ক্রীড়া-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি কৃষকদের জন্য সবচেয়ে বড় ঘোষণা হিসেবে উঠে এসেছে। সরাসরি ব্যাক্স অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার এই প্রকল্প আগামী কয়েক বছরও কেন্দ্রের কৃষি নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেরলমে অতিবৃষ্টিতে পান্মা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি

তিরুবনন্তপুরম, ১ আগস্ট (হি.স.) : টানা অতিবৃষ্টির জেরে কেরলমের পান্থামমথিট্টা জেলার ঘাফিড এলাকা থেকে নেমে আসা হড়াপা বাস্তু পান্মা নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে গিয়ে রানি শহরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকাজ জোরদার করতে জেলা প্রশাসন অতিরিক্ত নৌকা মোতায়েন করেছে এবং বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চলেছে। পান্থামমথিটার পুলিশ সুপার আনন্দ রান জানান, রানি শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তায় জল ঢুকে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। বিকল্প পথের ব্যবস্থা করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দমকল ও রাজস্ব দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষ উদ্ধারকারী দল কাজ করছে। নিরাপত্তার স্বার্থে কটকেই পান্মা নদীর ধারে নেমে দেওয়া হচ্ছে না বলেও তিনি জানান। এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানী নীথা কে. গোপাল স্পষ্ট করেছেন, এটি মেঘভাড়া বৃষ্টি (ক্লাউডবর্ক) নয়। তাঁর কথায়, অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার বিপুল পরিমাণ জল জমে যায় এবং ময় কেরলমের প্রায় সব নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মূলত সন্ধ্যার পর থেকে রাতভর এবং ভোর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়াতেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার, অপ্রয়োজনীয়ভাবে জলমগ্ন এলাকা ও নদীর ধারে না যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

ভারতীয় রেল পাঁচজন গ্রুপ ‘এ’ কর্মকর্তার অবসরের সুপারিশ করেছে

১ আগস্ট : রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ রেলওয়ে বোর্ডের পর্যালোচনা কমিটিগুলি ভারতীয় রেলওয়ে সংস্থাপন বিধির দ্বিতীয় ধারার ১৮০২(ক) বিধি অনুসারে জনস্বার্থে পাঁচজন গ্রুপ ‘এ’ কর্মকর্তার অকাল অবসার গ্রহণের সুপারিশ করেছে, যা মৌলিক বিধির ৫৬(জ্কে) বিধির সমতুল্য। পর্যালোচনা কমিটিগুলো আইআরএইচএস-এর দুজন এসএজি কর্মকর্তা, উত্তর রেলওয়ের আইআরএসই-এর একজন জেএজি কর্মকর্তা, উত্তর রেলওয়ের আইআরএটিএস-এর একজন জেএজি কর্মকর্তার অকাল অবসরের সুপারিশ করেছে। পর্যালোচনা কমিটিগুলো প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে কর্মকর্তাদের চাকরির রেকর্ডের একটি বিশদ মূল্যায়ন করেছে। সুপারিশে পৌঁছানোর আগে এই পর্যালোচনার মধ্যে বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন (এপিএআর), সততার রেকর্ড, সতর্কতামূলক তথ্য, শৃঙ্খলাজনিত ইতিহাস এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক চাকরির রেকর্ড পরীক্ষা করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জনস্বার্থে কর্মকর্তাদের অকাল অবসরের জন্য সর্বসম্মত ভাবে সুপারিশ করেছে। ভারতীয় রেল দুর্নীতি, সততার অভাব এবং অদক্ষতার প্রতি শূন্য-সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে।

পরীক্ষা-তে অংশগ্রহণকারী প্রাধীদের জন্য বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর,১ আগস্টঃ রেলওয়ে রিফ্রুশমেন্ট গ্রুপে দ্বারা পরিচালিত লোডেল-১ (গ্রেপ-১)-এর আসন্ন কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা-তে অংশগ্রহণকারী প্রাধীদের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ২০২৬ সালের ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এবং ২৪ আগস্ট তারিখে মাই থেকে এবং ২০২৬ সালের ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ এবং ২৫ আগস্ট তারিখে বেবেলি থেকে নিম্নলিখিত ১৬টি ট্রিপের জন্য ০৫১৮৫০৫৯১৬ মাইড-বেবেলি-মাইড অসরগরতি পরীক্ষা স্পেশাল ট্রেনটি চালাবে।

NAME CHANGE
I HOZAEF MONDAL (old name) S/O-Abul Khayer, Resident of Vill- Sukrabad ,P.O-Jestha ,P.S-Nalhati, Dist- Birbhum ,W.B. do hereby declare that I have changed my name from HOZAEF MONDAL (old name) to HOJAYEF MONDAL (new/cor- rect name) and henceforth I shall be Known as HOJAYEF MONDAL (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit No.586, sworn in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Rampurhat, Birbhum, on Date- 29/07/26, HOJAYEF MON- DAL (new/correct name) and HOZAEF MONDAL (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Roesonara Bibi (old name) W/o- Md Mohiuddin Mostafa residing at Ramnagar Khastakul, Jinnatpara, Ranimagar, Dist- Murshidabad, Pin-743208 West Bengal, do hereby de- clare that I have changed my name from ROESONARA BIBI to ROS- NARA BIBI and henceforth I shall be known as ROSNARA BIBI (new name) all purpose vide an affi- davit sworn before the Notary Pub- lic at Berhampore, Murshidabad dated 25/07/2026. ROSNARA BIBI (old name) and ROSNARA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, ARPITA SAHA(SIKDAR) alias ARPITA SAHA alias ARPITA SIKDER alias ARPITA SAHA (old name) W/o- Partha Pattna Saha residing at Motgani Military Road, P.O. Bongaon, P.S. Bongaon, Dist- North 24 Parganas, Pin-743235 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ARPITA SAHA(SIKDAR), ARPITA SAHA, ARPITA SIKDER to ARPITA SAHA and henceforth I shall be known as ARPITA SAHA SIKDER (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 28/07/2026. ARPITA SAHA(SIKDAR), ARPITA SAHA, ARPITA SIKDER, ARPITA SAHA and ARPITA SAHA SIKDER all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SUDHIR CH SHIL alias SUDHIR SHIL(old name) S/o- Late Abhay Chandra Shil residing at Vill- Chhatra, P.O- Gaighata, Dist- North 24 Parganas, Pin-743287 West Bengal, do hereby de- clare that I have changed my name from SUDHIR CH SHIL alias SUDHIR SHIL to SUDHIR CHAHANRA SH and henceforth I shall be known as SUDHIR CHAHANRA SHIL(new name) in all purpose vide an affi- davit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parg- anas dated 28/07/2026. SUDHIR CH SHIL, SUDHIR SHIL and SUDHIR CHAHAN- DRA SHIL all are same and one identical person.

অশ্বিনের ২০২৭ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে বড় চমক! ভুবনেশ্বরের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সওয়াল, বাদ পঙ্ক-সঞ্জুদের মতো একাধিক পরিচিত মুখ

মুম্বই, ১ আগস্ট : ১ ২০২৭ সালের আইসিসি একদিনের বিশ্বকাপের এখনও প্রায় এক বছর বাকি। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এই মেগা টুর্নামেন্টকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। ভারতীয় দলে কারা জায়গা পাবেন, কারা থাকবেন রিজার্ভে এবং কোন ক্রিকেটারদের ভবিষ্য নিয়ে ভাবছেন নির্বাচকরা—এসব প্রশ্ন এখন ক্রিকেটমহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই আবেহেই নিজের পছন্দের সম্ভাব্য ভারতীয় বিশ্বকাপ দল বেছে চমক দিলেন ভারতের প্রাক্তন অফস্পিনার রবিব্রঞ্জন অশ্বিন। সবচেয়ে বড় চমক, দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকা অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমারকে তিনি সরাসরি নিজের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় রেখেছেন। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার কঠিনশনে ভুবনেশ্বর ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হতে পারেন বলেও মনে করেন অশ্বিন। অন্যদিকে তার তালিকায় জায়গা হয়নি ঋষভ পঙ্ক, সঞ্জু স্যামসন, ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো একাধিক পরিচিত ক্রিকেটারের। সম্প্রতি ইএসপিএন ক্রিকইনফোর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত এক আলোচনায় অশ্বিনকে সম্ভাব্য ভারতীয় বিশ্বকাপ দল নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সেখানে একে একে বিভিন্ন ক্রিকেটারের নাম তুলে ধরা হলে তিনি জানান, কাদের নিশ্চিতভাবে দলে রাখবেন, কারা সুযোগ পেতেও পারেন আবার নাও পেতে পারেন এবং কারা তার মতে বিশ্বকাপের দৌড়ে নেই। এই তিন



নিয়ে। ২০২২ সালের নভেম্বরে শেষবার ভারতের জার্সিতে খেলেছিলেন ভুবনেশ্বর। এরপর জাতীয় দলে আর সুযোগ না পেলেও ঘরেয়া ক্রিকেট এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। বিশেষ করে সাম্প্রতিক আইপিএলে তাঁর অভিজ্ঞতা, সুইং এবং নিয়ন্ত্রিত বোলিং আবারও নজর কেড়েছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। অশ্বিনের মতে, দক্ষিণ আফ্রিকার দ্রুতগতির এবং সুইং-সহায়ক পিচে ভুবনেশ্বরের মতো অভিজ্ঞ বোলার ভারতীয় দলের জন্য বা সম্পদ হতে পারেন। তাঁর বক্তব্য, যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাঁর হাতে থাকত,

তাহলে ভুবনেশ্বরকে এখন থেকেই তিনটি ফরমাটেই খেলিয়ে ম্যাচ ফিট রাখা হত। পাশাপাশি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ও বিজয় হাজারে ট্রফিতেও নিয়মিত খেলিয়ে তাকে বিশ্বকাপের



এবং ঈশান কিষানকে। অলরাউন্ডার হিসেবে আস্থা রেখেছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া ও অক্ষর প্যাটেলের ওপর। বোলিং বিভাগে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাহ, কুলদীপ যাদব,

যেখানে তিনি এমন কয়েকজন পরিচিত ক্রিকেটারকে রেখেছেন, যাদের বিশ্বকাপ দলে থাকার সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না। এই তালিকায় রয়েছেন ঋষভ পঙ্ক, ওয়াশিংটন সুন্দর, সঞ্জু স্যামসন, বৈভব সূর্যবংশী, অভিষেক শর্মা, রবি বিষ্ণোই, শিবম দুবে, প্রিন্স যাদব এবং গুরনুর ত্রার। এই তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। অনেকের মতে, বর্তমান ফর্ম ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বিচার করলে কয়েকজনের নাম বাদ পাা বিস্ময়কর। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এটি সম্পূর্ণভাবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ও পছন্দের দল। ভারতীয় ক্রিকেট দলের চূড়ান্ত স্কোয়াড নির্ধারণ করবে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক কমিটি, যার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার। পাশাপাশি প্রধান কোচ সৌম্য গম্ভীর ও টিম ম্যানেজমেন্টও দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। ২০২৭ বিশ্বকাপের এখনও যথেষ্ট সময় বাকি। এই সময়ের মধ্যে ক্রিকেটারদের ফর্ম, ফিটনেস, ধারাবাহিকতা এবং আন্তর্জাতিক পারফরম্যান্সে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। ফলে অশ্বিনের এই সম্ভাব্য দল আলোচনা তৈরি করলেও, শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের বিমানে কারা জায়গা পাবেন, তার উত্তর মিলবে আগামী মাসগুলিতে যাবার। সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে ক্রিকেটারদের মাঠের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই।

কমনওয়েলথে ভারতের সোনালি সকাল! প্রীতি-জ্যাসমিনের জোড়া সোনা, অ্যাথলেটিক্সেও রুপো-ব্রোঞ্জে উজ্জ্বল দেশ

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট : কমনওয়েলথ গেমসের মধ্যে ভারতের জন্য শনিবারের সকালটি শুরু হল দুর্দান্ত সাফল্যের মাধ্য দিয়ে। বক্সিং রিং থেকে এল পরপর দুটি সোনার পদক, আর অ্যাথলেটিক্সে যোগ হল একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ। দিনের শুরুতেই এমন দাপুটে পারফরম্যান্স ভারতের পদক-অভিযানে নতুন গতি এনে দিয়েছে। মহিলাদের ৫৪ কেজি বিভাগে প্রীতি পওয়ার এবং ৫৭ কেজি বিভাগে জ্যাসমিন ল্যামোরিয়া সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। অন্যদিকে পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে প্রবীণ চিত্রাভেল রুপো এবং সেলভা প্রভু থিরুমারন ব্রোঞ্জ জিতে অ্যাথলেটিক্সেও

প্রতিযোগিতা রয়েছে, সেখানেও দেশের হয়ে সেরাটি দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার বাবা-মা খুব খুশি। গোটা দেশ আজ আনন্দিত। এই পদক আমি ভারতবাসীকে উৎসর্গ করছি। তিনি আরও বলেন,

একই ইভেন্টে দুই ভারতীয় অ্যাথলিটের পদক জয় ভারতের অ্যাথলেটিক্সের ধারাবাহিক উন্নতিরই প্রমাণ বলে মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। প্রতিযোগিতার শুরুতেই বক্সিং ও অ্যাথলেটিক্সে এমন সাফল্য



স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং আর্মি স্পোর্টস ইনস্টিটিউটকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের সমর্থন ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হত না। প্রীতির সোনার আনন্দ পাচিতে না কাটতেই ভারতের ঝুলিতে যোগ হয় আরও একটি সোনার পদক। মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগের ফাইনালে কানাডার স্কারলেট সাভান্না ডেলগাডোর বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছদ্মে ছিলেন ভারতীয় বক্সার। প্রথম রাউন্ড থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন তিনি। দ্রুত গতি, নিখুঁত পাশ্ব এবং রিংয়ের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে মাঠের শুরু থেকেই নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম রাউন্ড শেষে পাঁচ বিচারকই ১০-৯ ব্যবধানে এগিয়ে রাখেন প্রীতিকে। দ্বিতীয় রাউন্ডেও একই চিত্র দেখা যায়। ভারতীয় বক্সারের ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে কার্যত অসহায় দেখায় ডেলগাডোকে। ওই রাউন্ডেই একবার নকডাউনও হন কানাডার প্রতিযোগী। ফলে দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে ২০-১৮ ব্যবধানে এগিয়ে যান প্রীতি এবং সোনার দৌড়ে স্পন্ট সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে যান। শেষ রাউন্ডে অযথা ঝুঁকি না নিয়ে কৌশলী বক্সিং করেন ভারতীয় তারকা। ঠান্ডা মাথায় মাঠের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত সোনার পদক নিশ্চিত করেন তিনি। গোটা লড়াই জুড়েই তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং নিয়ন্ত্রিত আক্রমণ বিশেষভাবে নজর কাড়ে। সোনা জয়ের পর আবেগান্বিত প্রীতি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ভারতের হয়ে স্বর্ণপদক জিততে পেরে গর্বিত। তবে এটা কেবল শুরু। সামনে আরও

স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং আর্মি স্পোর্টস ইনস্টিটিউটকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের সমর্থন ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হত না। প্রীতির সোনার আনন্দ পাচিতে না কাটতেই ভারতের ঝুলিতে যোগ হয় আরও একটি সোনার পদক। মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগের ফাইনালে জ্যাসমিন ল্যামোরিয়া মুখোমুখি হন উত্তর আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞ বক্সার মাইকেলা ওয়ালশের। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী বক্সিং করে ২৪ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা। প্রথম রাউন্ডে পাঁচ বিচারকের মধ্যে তিনজন তাঁর পক্ষেই রায় দেন। দ্বিতীয় রাউন্ডেও নিজের হৃদ বজায় রেখে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন জ্যাসমিন। ফলে শেষ রাউন্ডের আগে ২০-১৮ ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি। শেষ তিন মিনিটেও কোনও অযথা ঝুঁকি নেননি ভারতীয় বক্সার। কৌশলী রক্ষণ এবং কার্যকর আক্রমণের মাধ্যমে পুরো ম্যাচ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মত ৫-০ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে ভারতের জন্য দ্বিতীয় সোনার পদক নিশ্চিত করেন জ্যাসমিন। শুধু বক্সিং নয়, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডেও উজ্জ্বল পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে প্রবীণ চিত্রাভেল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে রুপোর পদক জিতেছেন। একই ইভেন্টে ভারতের সেলভা প্রভু থিরুমারন ব্রোঞ্জ জিতে দেশের পদকসংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেন।

ভারতীয় শিবিরে বাড়তি আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। এখনও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট বাকি রয়েছে, যেখানে ভারতের আরও পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয় প্রতিযোগীরা ইতিমধ্যেই ভালো পারফরম্যান্সের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে শনিবারের পদক তালিকায় ভারতের সাফল্য আরও সমৃদ্ধ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় বক্সিংয়ের ধারাবাহিক উন্নতির প্রমাণ হতে পারে ভারতীয় পাশাপাশি মহিলা বক্সাররাও নিয়মিতভাবে বড় প্রতিযোগিতায় পদক এনে দিচ্ছেন। প্রীতি পওয়ার ও জ্যাসমিন ল্যামোরিয়ার এই জোড়া সোনা সেই ধারাবাহিকতারই আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ। একইভাবে অ্যাথলেটিক্সেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাফল্য প্রমাণ করছে, বিভিন্ন ইভেন্টে দেশ এখন নিয়মিত পদকের দাবিদার হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে, কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জন্য শনিবারের শুক্কা ছিল একেবারেই সোনালী। বক্সিং থেকে জোড়া সোনা, অ্যাথলেটিক্সে রুপো ও ব্রোঞ্জ-সব মিলিয়ে দেশের পদকভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এখন নজর দিনের বাকি প্রতিযোগিতাগুলোর দিকে। ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের আশা, এই সাফল্যের ধারা বজায় রেখে আরও একাধিক পদক জিতে কমনওয়েলথ গেমসে দেশের সাফল্যের নতুন অধ্যায় লিখবেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.)ঃ লাল-হলুদ শিবিরে আজকের দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে ক্লাব সদস্য এবং সমস্ত সমর্থকদের জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। উল্লেখ্য, প্রতি



হিসেবে পালিত হয়। ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল

ক্লাব প্রতিষ্ঠার স্মরণে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। ক্লাবের সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সম্মান জানাতে সমর্থক ও সদস্যরা দিনটি উদ্‌যাপন মেতে ওঠেন। এই বিশেষ দিনে ভক্তরা একত্রিত হয়ে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন, ক্লাবের কিংবদন্তিদের স্মরণ করেন এবং কলকাতার সঙ্গে জড়িত এই ক্লাবের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন করেন।

রুপো জিতেও মুখে হাসি নেই নীরজের! গ্লাসগোয় হতাশার আসল কারণ জানালেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন

নয়াদিল্লি, ১ ১ আগস্ট : গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল না ভারতের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপার। মরশুমের সেরা পারফরম্যান্স করেও তাঁকে সস্তুষ্ট থাকতে হয়েছে রুপোর পদক নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে যে ৯০ মিটারের স্বপ্ন ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, সেটিও অধরাই থেকে গেল। অন্যদিকে দুরন্ত পারফরম্যান্সে সোনা জিতে নজর কালেন শ্রীলঙ্কার জ্যাভলিন স্ট্রোয়ার রুশমেশ থারান্দা পাথিরারো। তবে পদকজয়ের পর নীরজের মুখে আনন্দের বদলে ধরা পাে উদ্বেগ আর হতাশার ছাপ। পরে নিজের জানালেন, পুরো প্রতিযোগিতা জুড়েই তিনি ভয় নিয়ে খেলেছেন। গ্লাসগোয় নীরজের সেরা প্রো ছিল ৮৫.৪১ মিটার, যা এই মরশুমে তাঁর ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স। কিন্তু সেই দুরত্বও সোনা জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি। প্রতিযোগিতা চলাকালীন একাধিকবার তাঁকে কোচের সঙ্গে গম্ভীরভাবে আলোচনা করতে দেখা যায়। কামেরায় ধরা পড়ে তাঁর চিন্তিত মুখভঙ্গিও। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

উঠতে শুরু করে-রুপোর পদক নিশ্চিত হওয়ার আগেই ঠিক কী নিয়ে এত দুশ্চিন্তায় ছিলেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট? পদক জয়ের পর সেই প্রশ্নেরই উত্তর দেন নীরজ। তিনি জানান, নিজের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হলেও এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নন। বিশেষ করে সেট থেকে ফেরার পর শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ দিতে চাইছিলেন না। তাঁর কথায়, নিজের কামব্যাকে আমি খুশি। ঠান্ডার পরিবেশে আমি খুব একটা ভালো পারফর্ম করি না। হাজার হোক, আমি ভারতীয়। তবে ধীরে ধীরে কঠোর প্রশিক্ষণের ফল পাই। নীরজ আরও বলেন, শতভাগ ফিট না থাকলে প্রতিটি প্রোই মানসিক চাপ তৈরি করে। আগের চোটের অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও সতর্ক করে তুলেছে। তারুই প্রতিটি প্রচেষ্টার সময়ই শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, যখন ১০০ শতাংশ ফিট থাকা যায়, তখন নিজের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করা সম্ভব। কিন্তু শরীরে যদি চোটের ভয় থাকে, তাহলে সবসময় একটা চিন্তা কাজ করে। আজও আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম। খুব

জোরে রান-আপ নিতে চাইনি। শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই ছিল মূল লক্ষ্য। তবুও শেষ পর্যন্ত ভালো প্রো করতে পেরেছি। প্রতিযোগিতা চলাকালীন নীরজকে কোচের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বেশ হতাশ খোঁজাছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন নিজের পারফরম্যান্সে অসন্তুষ্ট বলেই এমন প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পরে জানা যায়, বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নীরজ জানান, তাঁর উদ্বেগের অন্যতম কারণ ছিল গ্লাসগোয় আবহাওয়া। প্রথমদিকে আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে অনুকূল থাকলেও প্রতিযোগিতা এগোতে না এগোতেই বাতাসের গতি অনেকটা বেড়ে যায়। জ্যাভলিনের স্ট্রোয়ার ক্ষেত্রে বাতাসের দিক ও গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিরিক্ত হাওয়া জ্যাভলিনের গতিপথ ও দূরত্বে বা প্রভাব ফেলতে পারে। সেই কারণেই প্রতিটি প্রোর আগে পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তিনি। কোচের সঙ্গে আলোচনার সময়ও মূলত আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং তার প্রভাব নিয়েই কথা বলছিলেন বলে জানান নীরজ। যদিও সোনা হতাছাড়া হওয়ায় কিছুটা হতাশা ছিল।

হুয়াং ইউ-হুনকে হারিয়ে তাইপেই ওপেন ২০২৬-এর ফাইনালে তানভি

তাইপেই, ১ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্চম বাছাই ও স্বাগতিক ফেভারিট হুয়াং ইউ-হুনকে সরাসরি ২১-১৭, ২১-১১ গেমে হারিয়ে তাইপেই ওপেন ২০২৬-এর ফাইনালে উঠেছেন তানভি শর্মা। কোয়ার্টার ফাইনালে সুপনিদা কান্তেথংকে হারানোর মতো কঠিন চ্যালেঞ্জের সাহায্য ছাড়াই সেমিফাইনালটি জিতে নিলেন তিনি। বিশ্বের ৩৪ নম্বর এই খেলোয়াড় শুরু থেকেই ম্যাচটি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাইপেই এরিনায় নিখুঁত নেপথ্যে এই মরসুমে নিজের প্রথম সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে যান। একবার নকডাউনও হন কানাডার ফাইনালের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যেখানে ২০২৬ সালের নিজের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্যুর সেমিফাইনাল খেলতে নামা উমিতি হুতা অপর অর্ধে নগুয়েন থুই লিনের বিপক্ষে খেলবেন। উন্নতি ও তানভি দুজনেই ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের জন্ম গণিত ভারতীয় দলে রয়েছেন। ব্যাডমিন্টন র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৮তম স্থানে থাকা উন্নতির জন্য এটি হবে বিজড়িট্রএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ২০২৬-এ প্রথম সেমিফাইনাল। উন্নতি ভিয়েতনামের য়থ বাছাই নগুয়েন থুই লিনের মুখোমুখি হবেন। এদিকে, পুরুষদের একক কোয়ার্টার ফাইনালে চতুর্থ বাছাই জাপানের ইউনাই ওকিমোতার কাছে ২১-১২, ২১-১০ গেমের প্রণয় পরাজিত হওয়ায় তাইপেই ওপেনের পুরুষ বিভাগে ভারতের অভিযান শেষ হয়ে গেছে। এইচ এস প্রশ্নের শেষ যোলা থেকে বিদায়ের পর ভারতের একমাত্র টিকে থাকা পুরুষ একক খেলোয়াড় কিরণ, জাপানি শাটলারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। বুধবার পুরুষদের ত্রালস প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডেই ভার্গব রাম আরিগেলো ও বিশ্ব তেজ গোব্দুরু বিদায় নেওয়ায় ভারতের ত্রালস অভিযান ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

জগ্গনার অবসান! মোহনবাগানে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে

মুম্বই, ১ ১ আগস্ট : ভারতীয় ফুটবলের দলবদলের বাজারে বহুদিন ধরেই জগ্গনা চলাছিল। অবশেষে সেই জগ্গনাতেই সিলমোহর পড়ল। ভারতের অন্যতম সেরা উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে নিল মোহনবাগান। তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ-স্কেন শিবিরে যোগ দিলেন ভারতীয় জাতীয় দলের এই তারকা ফুটবলার। তাঁর আগমনে শুধু দলের আক্রমণভাগই আরও শক্তিশালী হল না, নতুন মরশুমে আইএসএল, সুপার কাপ এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে মোহনবাগানের শক্তিও অনেকটাই বেড়ে গেল বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় ফুটবলে ‘মিজো ফ্ল্যাশ’ নামে পরিচিত লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে তাঁর অসাধারণ গতি, নিখুঁত ড্রিবলিং এবং গোল করার দক্ষতার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায়। ঘটায়, ৬৮ কিলোমিটারেরও বেশি গতিতে দৌড়তে সক্ষম এই উইঙ্গার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। মাঠে তাঁর দ্রুত গতির দৌড়, একের পর এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে পড়া এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গোল করার ক্ষমতা তাঁকে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য আক্রমণভাগের খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে।

মুম্বই, ১ ১ আগস্ট : ভারতীয় ফুটবলের দলবদলের বাজারে বহুদিন ধরেই জগ্গনা চলাছিল। অবশেষে সেই জগ্গনাতেই সিলমোহর পড়ল। ভারতের অন্যতম সেরা উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে নিল মোহনবাগান। তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ-স্কেন শিবিরে যোগ দিলেন ভারতীয় জাতীয় দলের এই তারকা ফুটবলার। তাঁর আগমনে শুধু দলের আক্রমণভাগই আরও শক্তিশালী হল না, নতুন মরশুমে আইএসএল, সুপার কাপ এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে মোহনবাগানের শক্তিও অনেকটাই বেড়ে গেল বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় ফুটবলে ‘মিজো ফ্ল্যাশ’ নামে পরিচিত লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে তাঁর অসাধারণ গতি, নিখুঁত ড্রিবলিং এবং গোল করার দক্ষতার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায়। ঘটায়, ৬৮ কিলোমিটারেরও বেশি গতিতে দৌড়তে সক্ষম এই উইঙ্গার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। মাঠে তাঁর দ্রুত গতির দৌড়, একের পর এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে পড়া এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গোল করার ক্ষমতা তাঁকে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য আক্রমণভাগের খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে।

গোপনে বিয়ে করছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো? মুখ খোলেননি সিআর৭

মুম্বই, বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কি অবশেষে দীর্ঘদিনের সঙ্গী জর্জিনা রডরিগেজকে বিয়ে করতে চলেছেন? সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কথিত বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। নিমন্ত্রণপত্রে দাবি করা হয়েছে, চলতি সপ্তাহাছেই পর্তুগালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন এই তারকা জুটি। তবে এখনও পর্যন্ত রোনাল্ডো বা জর্জিনার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে জগ্গনা যতটা বেড়েছে, ততটাই তৈরি হয়েছে সংশয়ও। পর্তুগালের কয়েকটি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ১ আগস্ট একটি

ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিয়ে সারতে পারেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও জর্জিনা রডরিগেজ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পর্তুগালের একটি সমুদ্রতীরবর্তী ঐতিহাসিক দুর্গে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে বলেও দাবি করা হয়েছে। জগ্গনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছায়ে পাা একটি কথিত নিমন্ত্রণপত্র। সেখানে লেখা রয়েছে, পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও জর্জিনা রডরিগেজ তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই নিমন্ত্রণপত্র প্রকাশ্যে আসতেই ফুটবল দুনিয়ায় শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। ভাইরাল হওয়া কার্ডে অতিথি তালিকায় একাধিক



ব্রাজিলের তারকা ডিনিসিয়াস জুনিয়র, রডরিগো, প্রাক্তন ফুটলার প্যাট্রিক এভ্রা ও রিও ফার্দিনান্দের মতো পরিচিত মুখ। শুধু ফুটবল জগতই নয়, সংগীতশিল্পী রিহানা এবং ব্রিটিশ নামগোড়ক পিয়ার্স মর্গানের নামও ওই তালিকায় রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। ফলে

স্বাভাবিকভাবেই এই কথিত অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য অতিথিদের তালিকাও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে ভাইরাল হওয়া নিমন্ত্রণপত্রের সত্যতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কার্ডের একাধিক সংস্করণে অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে অসঙ্গতি দেখা গিয়েছে। কোথাও অনুষ্ঠানের সময় বিকেল ৫টা উল্লেখ করা হয়েছে, আবার অন্য একটি সংস্করণে দুপুর ২টার কথা লেখা রয়েছে। এই সমস্বের পার্থক্য থেকেই অনেকের সন্দেহ, কার্ডটি আদৌ আসল কি না। এছাড়া ইউরোপের কয়েকটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমও এই খবরকে নিশ্চিত করেনি। বরং তারা জানিয়েছে, রোনাল্ডোর বিয়ে নিয়ে এখন যে

খবর ছড়াচ্ছে, তার পক্ষে এখনও কোনও নির্ভরযোগ্য সরকারি বা পারিবারিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। ফলে ভাইরাল নিমন্ত্রণপত্রের ভিত্তিতে বিয়ের খবর নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। রোনাল্ডোর অতীত মন্তব্যও এই জগ্গনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ তারকা জানিয়েছিলেন, ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের পর বিয়ের বিষয়ে ভাবার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সেই বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান ভাইরাল নিমন্ত্রণপত্রের দাবির সময়সূচির মিল না থাকায় সংশয় আরও বেড়েছে। যদিও কোনও মানুষই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, তবুও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়া বিষয়টি নিশ্চিত বলে ধরা যাচ্ছে না।